খাপছাড়া

খাপছাড়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

বিশ্বভারতী গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগ
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা

খাপছাড়া

প্রথম সংস্করণ ... মাঘ, ১৩৪৩

মূল্য—৫৲

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

আপছাড়া

সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে,
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে ॥

লেখার কথা মাথায় যদি জোটে
তখন আমি লিখতে পারি হয়তো।
কঠিন লেখা নয়কো কঠিন মোটে,
যা'-তা' লেখা তেমন সহজ নয় তো॥
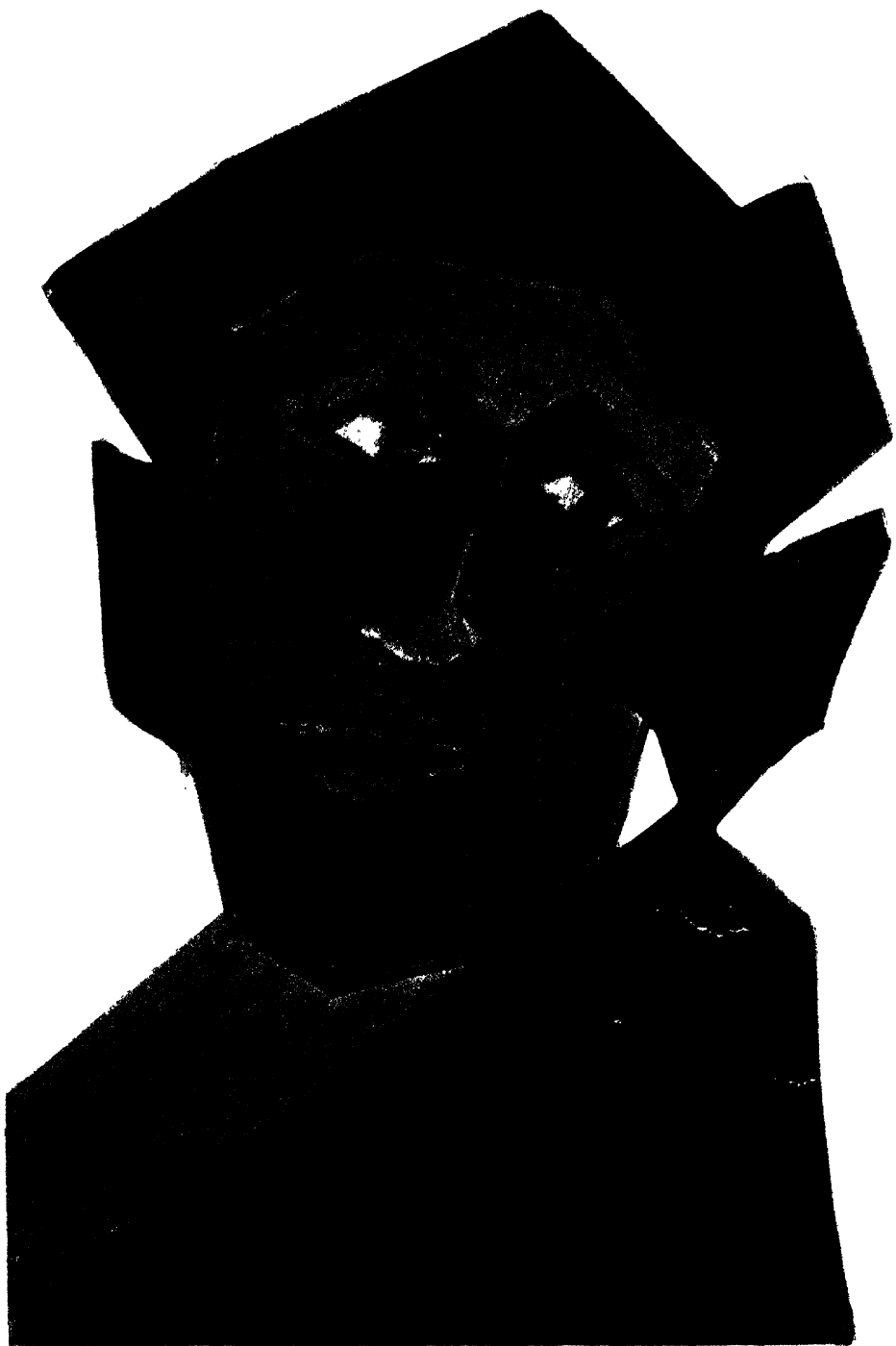
শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু

বন্ধুবরেষু—

যদি দেখো খোলষটা
খসিয়াছে বৃদ্ধের,
যদি দেখো চপলতা,
প্রলাপেতে সফলতা
ফলেছে জীবনে সেই ছেলেমিতে-সিদ্ধের,
যদি ধরা পড়ে সে যে নয় ঐকান্তিক
ঘোর বৈদান্তিক,
দেখো গম্ভীরতায় নয় অতলান্তিক,
যদি দেখো কথা তার
কোনো মানে মোদ্দার
হয়তো ধারে না ধার, মাথা উদ্‌ভ্রান্তিক,
মনখানা পৌঁছয় ক্ষ্যাপামির প্রান্তিক,
তবে তার শিক্ষার
দাও যদি ধিক্কার
সুধাব বিধির মুখ চারিটা কী কারণে।

একটাতে দর্শন
করে বাণী বর্ষণ,
একটা ধ্বনিত হয় বেদ উচ্চারণে।
একটাতে কবিতা
রসে হয় দ্রবিতা,
কাজে লাগে মনটারে উচাটনে মারণে॥
নিশ্চিত জেনো তবে
একটাতে হো হো রবে
পাগলামি বেড়া ভেঙে উঠে উচ্ছ্বাসিয়া।
তাই তারি ধাক্কায়
বাজে কথা পাক খায়,
আওড় পাকাতে থাকে মগজেতে আসিয়া।
চতুর্ম্মুখের চেলা কবিটিরে বলিলে
তোমরা যতই হাসো, র'বে সেটা দলিলে।
দেখাবে সৃষ্টি নিয়ে খেলে বটে কল্পনা,
অনাসৃষ্টিতে তবু ঝোঁকটাও অল্প না॥

৩ ভাদ্র, ১৩৪৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা

ডুগডুগিটা বাজিয়ে দিয়ে
ধূলোয় আসর সাজিয়ে দিয়ে
পথের ধারে বসল জাদুকর।
এল উপেন, এল রূপেন,
দেখতে এল নৃপেন, ভূপেন,
গোঁদলপাড়ার এল মাধু কর।
দাড়িওয়ালা বুড়ো লোকটা,
কিসের-নেশায়-পাওয়া চোখটা,
চারদিকে তার জুটল অনেক ছেলে
যা' তা' মন্ত্র আউড়ে', শেষে
একটুখানি মুচ্‌কে হেসে
ঘাসের 'পরে চাদর দিল মেলে।
উঠিয়ে নিল কাপড়টা যেই
দেখা দিল ধূলোর মাঝেই
দুটো বেগুন, একটা চড়ুই ছানা,
জামের আঁঠি, ছেঁড়া ঘুড়ি,
একটি মাত্র গালার চুড়ি,
ধুঁইয়ে-ওঠা ধুনুচি একখানা,

টুক্‌রো বাসন চিনে মাটির,
মুড়ো ঝাঁটা খড়্‌কে কাঠির,
নল্‌ছে-ভাঙা হুঁকো, পোড়াকাঠটা,
ঠিকানা নেই আগুপিছুর,
কিছুর সঙ্গে যোগ না কিছুর,
ক্ষণকালের ভোজ্‌বাজির এই ঠাট্টা ॥

শান্তিনিকেতন
১৬ পৌষ, ১৩৪৩

খাপছাড়া

সূচীপত্র

খাপছাড়া

১

ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির
পাঁচ বোন থাকে কাল্‌নায়,
সাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়,
হাঁড়িগুলো রাখে আল্‌নায়।
কোনো দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে
নিজে থাকে তারা লোহা-সিন্দুকে,
টাকাকড়িগুলো হাওয়া খাবে ব'লে
রেখে দেয় খোলা জাল্‌নায়,
নুন দিয়ে তারা ছাঁচিপান সাজে,
চুন দেয় তারা ডাল্‌নায়॥

২ অল্পেতে খুসি হবে
দামোদর শেঠ কি ?
মুড়কির মোয়া চাই,
চাই ভাজা ভেট্‌কি ॥

আনবে কট্‌কি জুতো,
মট্‌কিতে ঘি এনো,
জলপাইগুঁড়ি থেকে
এনো কই জিয়োনো ;
চাঁদনিতে পাওয়া যাবে
বোয়ালের পেট কি ?

চিনে বাজারের থেকে
এনো তো করম্‌চা,
কাঁকড়ার ডিম চাই,
চাই যে গরম চা,
না হয় খর্‌চা হবে
মাথা হবে হেঁট কি ?

মনে রেখো বড়ো মাপে
করা চাই আয়োজন,
কলেবর খাটো নয়
তিন মোন প্রায় ওজন।
খোঁজ নিয়ো ঝড়িয়াতে
জিলিপির রেট্‌ কী ॥

৩ পাঠশালে হাই তোলে
মতিলাল নন্দী,
বলে, "পাঠ এগোয় না
যত কেন মন দি।"
শেষকালে একদিন গেল চড়ি' টঙ্গায়,
পাতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভাসালো মা গঙ্গায়;
সমাস এগিয়ে গেল,
ভেসে গেল সন্ধি;
পাঠ এগোবার তরে
এই তার ফন্দি ॥

৪ কাঁচড়াপাড়াতে এক
ছিল রাজপুত্তর,
রাজকন্যারে লিখে'
পায় না সে উত্তর।
টিকিটের দাম দিয়ে
রাজ্য বিকাবে কি এ,
রেগে মেগে শেষকালে
ব'লে ওঠে—দুত্তোর!
ডাকবাবুটিকে দিল
মুখে ডালকুত্তোর॥

শাপছাড়া

৫ দাড়ীশ্বরকে মানৎ ক'রে
গোঁপ-গাঁ গেল হাবল—
স্বপ্নে শেয়ালকাঁটা-পাখী
গালে মারল খাবল।

দেখতে দেখতে ছাড়ায় দাড়ি
ভদ্র সীমার মাত্রা—
নাপিত খুঁজতে করল হাবল
রাওলপিণ্ডি যাত্রা।
উর্দ্দু ভাষায় হাজাম এসে
বক্‌ল আবল তাবল॥

তিরিশটা খুর একে একে
ভাঙ্‌ল যখন পটাৎ
কামারটুলি থেকে নাপিত
আনল তখন হঠাৎ
যা হাতে পায় খাঁড়া বঁটি
কোদাল করাৎ সাবল॥

ক

৬ নিধু বলে আড়চোখে, "কুছ্ নেই পরোয়া",-
স্ত্রী দিলে গলায় দড়ি, বলে, "এটা ঘরোয়া"
দারোগাকে হেসে কয়,
"খবরটা দিতে হয়",—
পুলিস যখন করে ঘরে এসে চড়োয়া।
বলে, "চরণের রেণু
নাহি চাহিতেই পেনু",
—এই ব'লে নিধিরাম করে পায়ে-ধরোয়া ॥
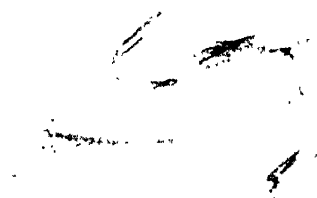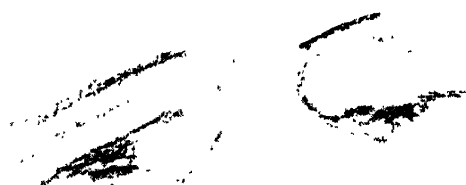
খ

নিধু বাঁকা ক'রে ঘাড় ওড়নাটা উড়িয়ে,
বলে, "মোর পাকা হাড়, যাব নাকো বুড়িয়ে।
যে যা খুসি করুক্ না,
মারুক্ না ধরুক্ না,
তাকিয়াতে দিয়ে ঠেস দেব সব তুড়িয়ে।"
গালি তারে দিলে লোকে
হাসে নিধু আড়চোখে,
বলে,—"দাদা, আরো বলো কান গেল জুড়িয়ে॥"

গ

পিসে হয় কুলদার, ভুলুদার কাকা সে,
আড়চোখে হাসে, আর করে ঘাড় বাঁকা সে।
যবে গিয়ে শালিখায়
সাহেবের গালি খায়,
"কেয়ার করিনে"—ব'লে তুড়ি মারে আকাশে॥
যেদিন ফয়জাবাদে
পত্নী ফুঁপিয়ে কাঁদে
"তবে আসি"—ব'লে হাসি' চলে যায় ঢাকা সে॥

৭ দু-কানে ফুটিয়ে দিয়ে
কাঁকড়ার দাঁড়া
বর বলে, “কান দুটো
ধীরে ধীরে নাড়া।”

বউ দেখে আয়নায়,
জাপানে কি চায়নায়
হাজার হাজার আছে
মেছনীর পাড়া
কোথাও ঘটেনি কানে
এত বড়ো ফাঁড়া ॥

৮ পাখীওয়ালা বলে "এটা কালো-রঙ চন্দনা ;"
পানুলাল হালদার বলে "আমি অন্ধ না,
কাক ওটা নিশ্চিত, হরিনাম ঠোঁটে নাই ।"
পাখীওয়ালা বলে "বুলি ভালো ক'রে ফোটে নাই,
পারে না বলিতে 'বাবা', 'কাকা' নামে বন্দনা ॥"

৯ রসগোল্লার লোভে পাঁচকড়ি মিত্তির
দিল ঠোঙা শেষ ক'রে বড়ো ভাই পৃথ্বির।
সইল না কিছুতেই, যকৃতের নিচুতেই
যন্ত্র বিগ্‌ড়ে গিয়ে ব্যামো হোলো পিত্তির।
ঠোঙাটাকে বলে, "পাজি, ময়রার কারসাজি ;"
দাদার উপরে রাগে, দাদা বলে,—"চিত্তির!—
পেটে যে স্মরণ-সভা আপনারি কীর্ত্তির।"

১০ হাতে কোনো কাজ নেই,
নওগাঁর তিনকড়ি
সময় কাটিয়ে দেয়
ঘরে ঘরে ঋণ করি'।

ভাঙা খাট কিনেছিল
ছ' পয়সা খর্চ্চা,
শোয় না সে,—হয় পাছে
কুঁড়েমির চর্চ্চা।

বলে, "ঘরে এত ঠাসা
কিঙ্কর-কিঙ্করী,
তাই কম খেয়ে খেয়ে
দেহটারে ক্ষীণ করি।"

১১ মেছুয়াবাজার থেকে
পালোয়ান চারজন
পরের ঘরেতে করে
জঞ্জাল মার্জ্জন।
ডালায় লাগিয়ে চাপ
বাক্সো করেছে সাফ ;
হঠাৎ লাগালো গুঁতো
পুলিসের সার্জ্জন।
কেঁদে বলে, "আমাদের
নেই কোনো গার্জ্জন,
ভেবেছিনু হেথা হয়
নৈশ-বিদ্যালয়
নি-খরচা জীবিকার
বিদ্যা-উপার্জ্জন ॥

১২ টেরিটি বাজারে তার
সন্ধান পেনু—
গোরা বোষ্টম বাবা,
নাম নিল বেণু।
শুদ্ধ নিয়ম মতে
মুরগিরে পালিয়া,
গঙ্গাজলের যোগে
রাঁধে তার কালিয়া;
মুখে জল আসে তার
চরে যবে ধেনু।
বড়ি ক'রে কৌটায়
বেচে পদরেণু॥
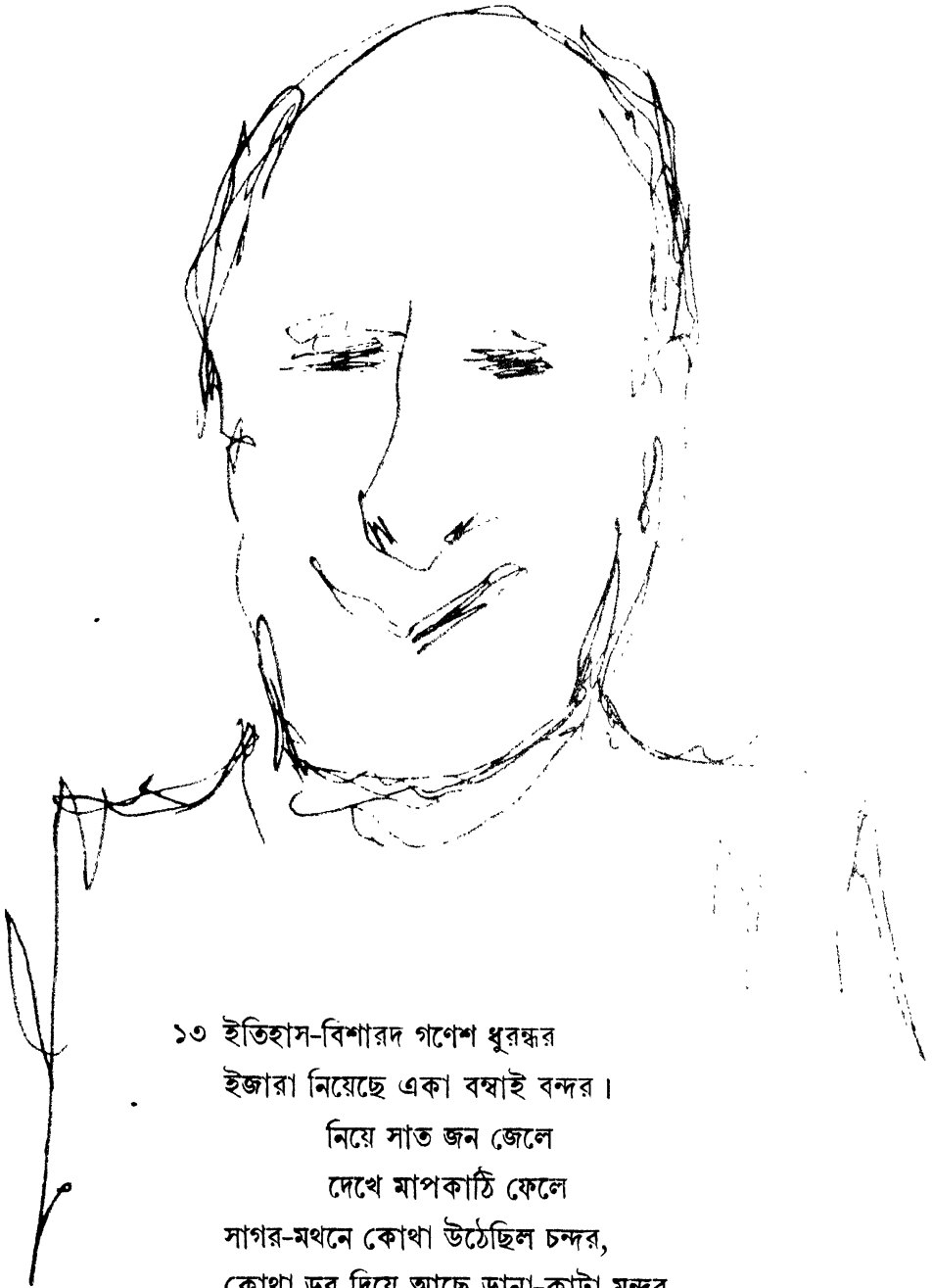
১৩ ইতিহাস-বিশারদ গণেশ ধুরন্ধর
ইজারা নিয়েছে একা বম্বাই বন্দর।
নিয়ে সাত জন জেলে
দেখে মাপকাঠি ফেলে
সাগর-মথনে কোথা উঠেছিল চন্দর,
কোথা ডুব দিয়ে আছে ডানা-কাটা মন্দর

১৪ মুচকে হাসে অতুল খুড়ো
কানে কলম গোঁজা।
চোখ টিপে সে বললে হঠাৎ—
"পরতে হবে মোজা।"
হাসল ভজা হাসল নবাই,
ভারী মজা, ভাবল সবাই,
ঘর সুদ্ধ উঠল হেসে
কারণ যায় না বোঝা॥

১৫ স্বপ্নে দেখি নৌকো আমার
নদীর ঘাটে বাঁধা ;
নদী কিম্বা আকাশ সেটা
লাগল মনে ধাঁধাঁ ॥
এমন সময় হঠাৎ দেখি
দিক্‌-সীমানায় গেছে ঠেকি'
একটুখানি ভেসে-ওঠা
ত্রয়োদশীর চাঁদা ।
"নৌকোতে তোর পার ক'রে দে"
—এই ব'লে তার কাঁদা ॥
আমি বলি "ভাবনা কী তায়,
আকাশ পারে নেব মিতায়,
কিন্তু আমি ঘুমিয়ে আছি
এই যে বিষম বাধা ;
দেখছ আমার চতুর্দ্দিকটা
স্বপ্নজালে ফাঁদা ॥"

১৬ বউ নিয়ে লেগে গেল বকাবকি
রোগা ফণী আর মোটা পঞ্চিতে
মণিকর্ণিকা ঘাটে ঠকাঠকি
যেন বাঁশে আর সরু কঞ্চিতে।
দুজনে না জানে এই বউ কার
মিছেমিছি ভাড়া বাড়ে নৌকার,
পঞ্চি চেঁচায় শুধু হাউহাউ—
"পারবিনে তুই মোরে বঞ্চিতে।"
বউ বলে "বুঝে নিই দাউদাউ
মোর তরে জ্বলে ঐ কোন চিতে॥"

১৭ ইদিলপুরেতে বাস নরহরি শর্ম্মা,
হঠাৎ খেয়াল গেল যাবেই সে বর্ম্মা।
দেখবে-শুনবে কে যে তাই নিয়ে ভাবনা,
রাঁধবে বাড়বে, দেবে গোরুটাকে জাবনা,
সহধর্ম্মিণী নেই, খোঁজে সহধর্ম্মা॥
গেল তাই খণ্ডালা, গেল তাই অণ্ডালে,
মহা রেগে গাল দেয় রেলগাড়ি চণ্ডালে,
সাথী খুঁজে সে বেচারা কী গলদ্‌ঘর্ম্মা,
বিস্তর ভেবে শেষে গেল সে কোডর্ম্মা॥

১৮ ঘাসে আছে ভিটামিন, গোরু ভেড়া অশ্ব
ঘাস খেয়ে বেঁচে আছে, আঁখি মেলে পশ্য।

অনুকূল বাবু বলে, ঘাস খাওয়া ধরা চাই,
কিছুদিন জঠরেতে অভ্যেস করা চাই,
বৃথাই খরচ ক'রে চাষ-করা শস্য ॥

গৃহিণী দোহাই পাড়ে মাঠে যবে চরে সে,
ঠেলা মেরে চলে যায় পায়ে যবে ধরে সে,
মানবহিতের ঝোঁকে কথা শোনে কস্য ;

দুদিন না যেতে যেতে মারা গেল লোকটা,
বিজ্ঞানে বিঁধে আছে এই মহা শোকটা,
বাঁচলে প্রমাণ-শেষ হোত যে অবশ্য ॥

১৯ ভয় নেই, আমি আজ
রান্নাটা দেখছি।
চালে জলে মেপে, নিধু
চড়িয়ে দে ডেক্‌চি॥

আমি গণি কলাপাতা,
তুমি এসো নিয়ে হাতা,
যদি দেখো, মেজ বউ,
কোনোখানে ঠেক্‌ছি

রুটি মেখে বেলে দিয়ো,
উনুনটা জেলে দিয়ো,
মহেশকে সাথে নিয়ে
আমি নয় সেঁকছি

২০ মন উড়ু-উড়ু, চোখ ঢুলু ঢুলু,
ম্লান মুখখানি কাঁদুনিক,
আলুথালু ভাষা ভাব এলোমেলো
ছন্দটা নির্বাঁধুনিক।

পাঠকেরা বলে এ তো নয় সোজা
বুঝি কি বুঝিনে যায় না সে বোঝা ;
কবি বলে, তার কারণ আমার
কবিতার ছাঁদ আধুনিক ॥
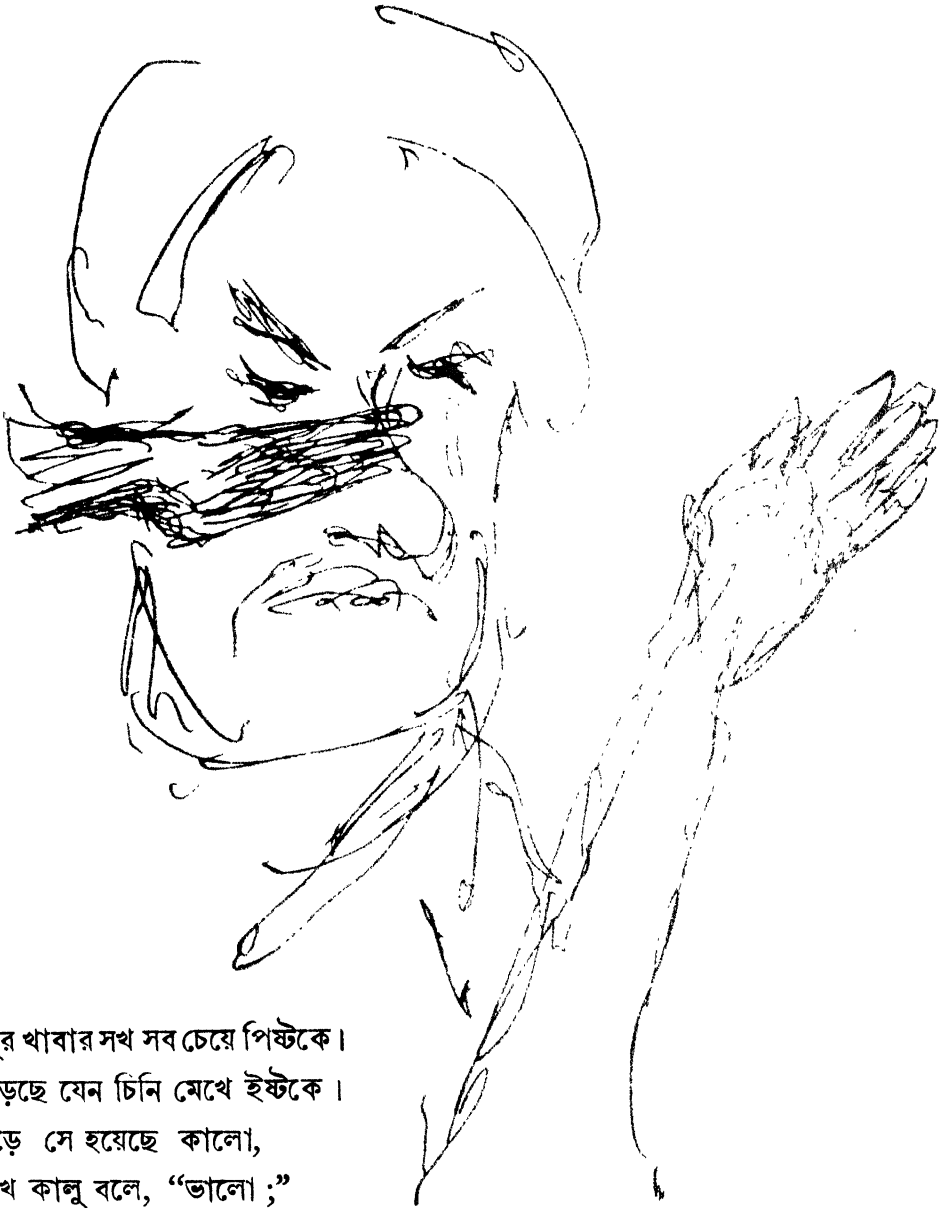
২১ কালুর খাবার সখ সব চেয়ে পিষ্টকে।
গৃহিণী গড়েছে যেন চিনি মেখে ইষ্টকে।
পুড়ে সে হয়েছে কালো,
মুখে কালু বলে, “ভালো ;”
মনে মনে খোঁটা দেয় দগ্ধ অদৃষ্টকে।
কলিক্‌-ব্যথায় ডাকে ক্রুসে-বেঁধা খ্রীষ্টকে ॥

২২ রাজা বসেছেন ধ্যানে,
বিশজন সর্দ্দার
চীৎকার রবে তারা
হাঁকিছে—"খবরদার !"—

সেনাপতি ডাক ছাড়ে,
মন্ত্রী সে দাড়ি নাড়ে,
যোগ দিল তার সাথে
ঢাক ঢোল বর্দ্দার।

ধরাতল কম্পিত,
পশুপ্রাণী লম্ফিত,
রাণীরা মূর্চ্ছা যায়
আড়ালেতে পর্দ্দার ॥
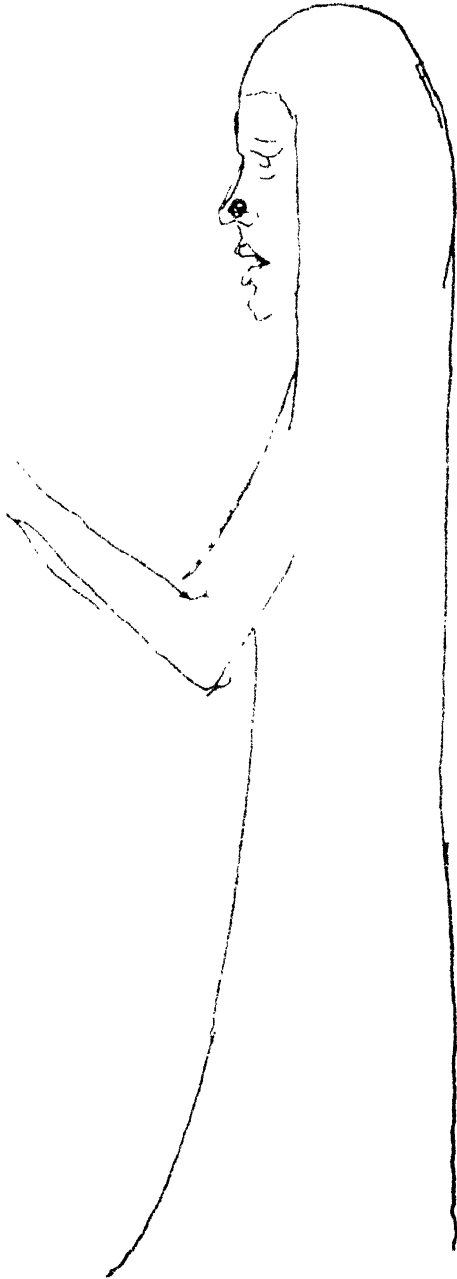
২৩ নাম তার সন্তোষ,
জঠরে অগ্নিদোষ
হাওয়া খেতে গেল সে পচম্বা।
নাকছাবি দিয়ে নাকে
বাঘনাপাড়ায় থাকে
বউ তার বেঁটে জগদম্বা।

ডাক্তার গ্রেগ্‌সন্
দিল ইন্‌জেক্‌শন,
দেহ হোলো সাতফুট লম্বা,—
এত বাড়াবাড়ি দেখে,
সন্তোষ কহে হেঁকে—
"অপমান সহিব কথম্‌ বা।

শুন ডাক্তার ভায়া
উঁচু করো মোর পায়া,
স্ত্রীর কাছে কেন রবো কম্‌ বা,
খড়ম জোড়ায় ঘ'ষে
ওষুধ লাগাও ক'ষে ;"
—শুনে' ডাক্তার হতভম্বা।

২৪ বর এসেছে বীরের ছাঁদে
বিয়ের লগ্ন আট্‌টা।
পিতল-আঁটা লাঠি কাঁধে,
গালেতে গালপাট্টা।

শ্যালীর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে
আলাপ যখন উঠল জমে,
রায়বেঁশে নাচ নাচের ঝোঁকে
মাথায় মারলে গাঁট্টা।
শ্বশুর কাঁদে মেয়ের শোকে,
বর হেসে কয়—"ঠাট্টা।"

২৫ নিষ্কাম পরহিতে কে ইহারে সামলায়
স্বার্থেরে নিঃশেষে-মুছে-ফেলা মামলায়।

চলেছে উদারভাবে সম্বল-খোয়ানি,
গিনি যায়, টাকা যায়, সিকি যায় দোয়ানি,
হোলো সারা বাঁটোয়ারা উকিলে ও আমলায়।

গিয়েছে পরের লাগি অন্নের শেষ গুঁড়ো,
কিছু খুঁটে পাওয়া যায় ভুসি তুঁষ ক্ষুদকুঁড়ো,
গোরুহীন গোয়ালের তলাহীন গামলায়॥

২৬ জামাই মহিম এল সাথে এল কিনি—
হায়রে কেবলি ভুলি ষষ্ঠীর দিনই।

দেহটা কাহিল বড়ো, রাঁধবার নামে,
কে জানে কেনরে বাপু ভেসে যায় ঘামে।
বিধাতা জানেন আমি বড়ো অভাগিনী।
বেয়ানকে লিখে দেব, খাওয়াবেন তিনি॥

২৭ ঘাসি কামারের বাড়ি
সাঁড়া,
গড়েছে মন্ত্র-পড়া
খাঁড়া।
খাপ থেকে বেরিয়ে সে
উঠেছে অট্টহেসে,
কামার পালায় যত, বলে, "দাঁড়া
দাঁড়া।"
দিনরাত দেয় তার নাড়ীটাতে
নাড়া॥

২৮ যখনি যেমনি হোক জিতেনের মর্জ্জি,
কথায় কথায় তার লাগে আশ্চর্য্যি।

অডিটর ছিল জিতু হিসাবেতে টঙ্ক
আপিসে মেলাতেছিল বজেটের অঙ্ক,
শুনলে সে, গেছে দেশে রামদীন দর্জ্জি,
শুনতে না-শুনতেই বলে, "আশ্চর্য্যি।"

যে দোকানি গাড়ি তাকে করেছিল বিক্রি
কিছুতে দাম না পেয়ে করেছে সে ডিক্রি,
বিস্তর ভেবে জিতু উঠল সে গর্জ্জি'—
"ভারি আশ্চর্য্যি।"

শুনলে, জামাইবাড়ি ছিল বুড়ি ঝিনাদায়
ছ বছর মেলেরিয়া ভুগে ভুগে চিনা দায়,
সেদিন মরেছে শেষে পুরোনো সে ওর ঝি,
জিতেন চষমা খুলে' বলে—"আশ্চর্য্যি॥"

২৯ "শুনব হাতির হাঁচি"
—এই ব'লে কেষ্টা
নেপালের বনে বনে
ফেরে সারা দেশটা।

শুঁড়ে সুড়সুড়ি দিতে
নিয়ে গেল কঞ্চি,
সাত জালা নস্যি ও
রেখেছিল সঞ্চি';
জল কাদা ভেঙে ভেঙে
করেছিল চেষ্টা,
হেঁচে দু-হাজার হাঁচি
মরে গেল শেষটা॥
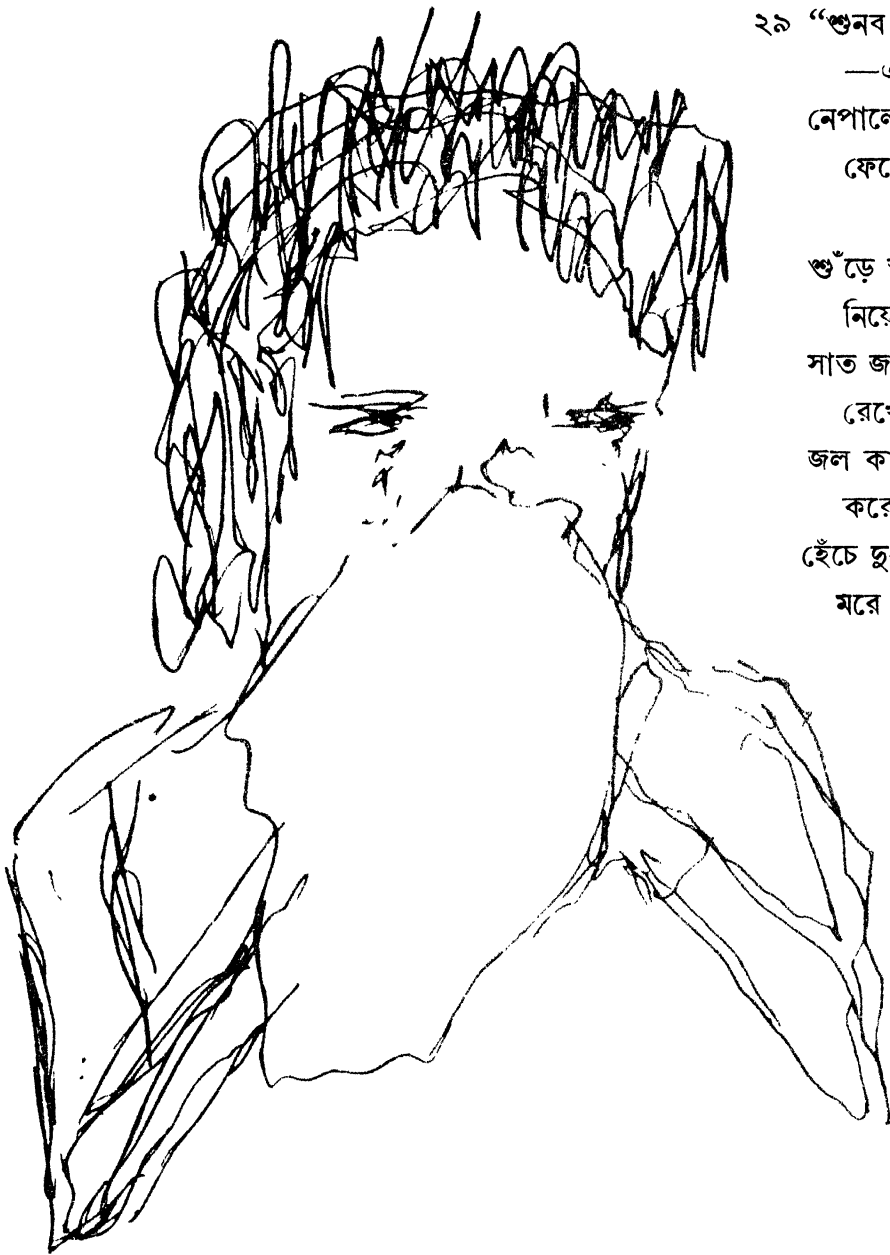
৩০ আধা রাতে গলা ছেড়ে
মেতেছিনু কাব্যে
ভাবিনি পাড়ার লোকে
মনেতে কী ভাব্‌বে।
ঠেলা দেয় জানলায়
শেষে দ্বার ভাঙাভাঙি
ঘরে ঢুকে' দলে দলে
মহা চোখ-রাঙারাঙি,
শ্রাব্য আমার ডোবে
ওদেরি অশ্রাব্যে।
আমি শুধু করেছিনু
সামান্য ভনিতাই
সাম্‌লাতে পারল না
অরসিক জনে তাই ;
কে জানিত অধৈর্য্য
মোর পিঠে নাব্‌বে !
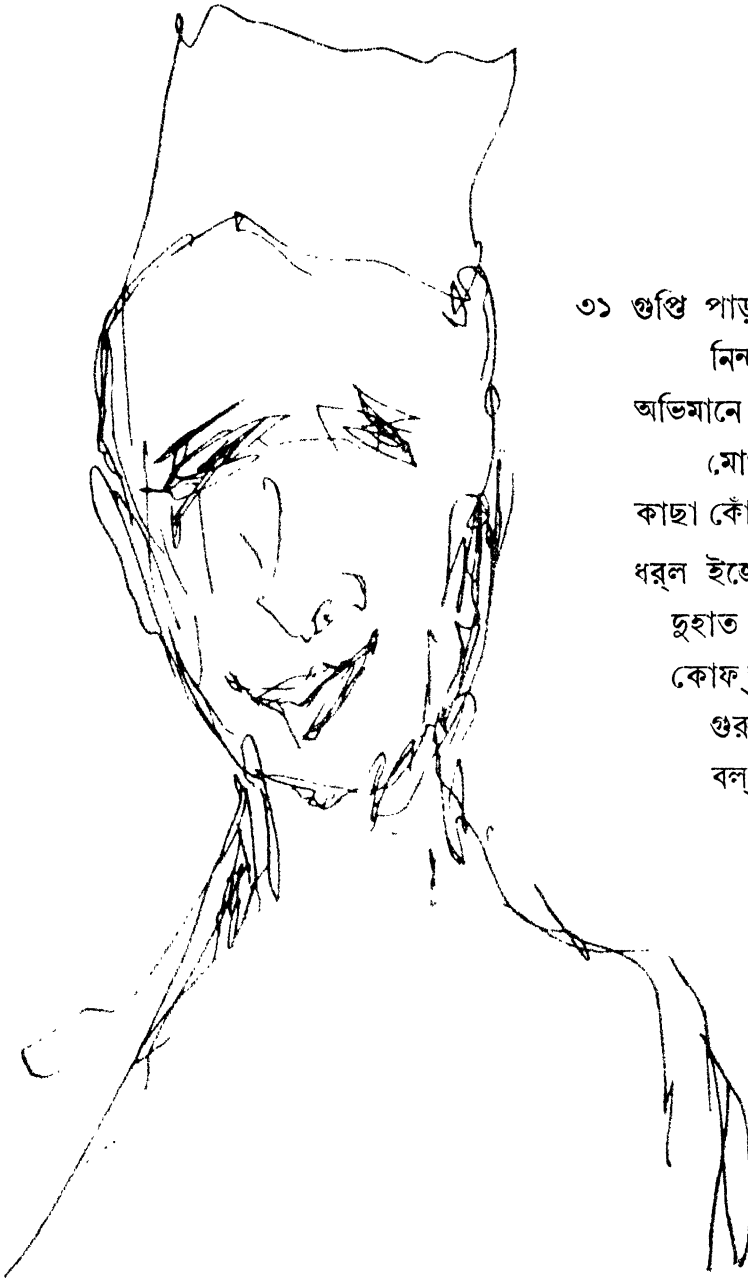
৩১ গুপ্তি পাড়ায় জন্ম তাহার ;
নিন্দাবাদের দংশনে
অভিমানে মরতে গেল
মোগলসরাই জংসনে।
কাছা কোঁচা ঘুচিয়ে গুপী
ধর্‌ল ইজের, পরল টুপি,
দুহাত দিয়ে লেগে গেল
কোফ্‌তা কাবাব ধ্বংসনে।
গুরুপুত্র সঙ্গে ছিল,
বল্‌লে তারে, "অংশ নে।"

৩২ বেণীর মোটরখানা
চালায় মুখুর্জে।
বেণী ঝেঁকে উঠে' বলে,—
"মরল কুকুর যে!"

অকারণে সেরে দিলে
দফা ল্যাম্‌-পোস্‌টার,
নিমেষেই পরলোকে
গতি হোলো মোষটার।
যেদিকে ছুটেছে সোজা
ওদিকে পুকুর যে,
আরে চাপা পড়ল কে?
জামাই খুকুর যে॥

৩৩ নাম তার ডাক্তার ময়জন্‌।
বাতাসে মেশায় কড়া পয়জন্‌।

গণিয়া দেখিল বড়ো বহরের
একখানা রীতিমতো সহরের
টি^ঁকে আছে নাবালক নয়জন।

খুসি হয়ে ভাবে এই গবেষণা
না জানি সবার কবে হবে শোনা,
শুনিতে বা বাকি র'বে কয়জন॥
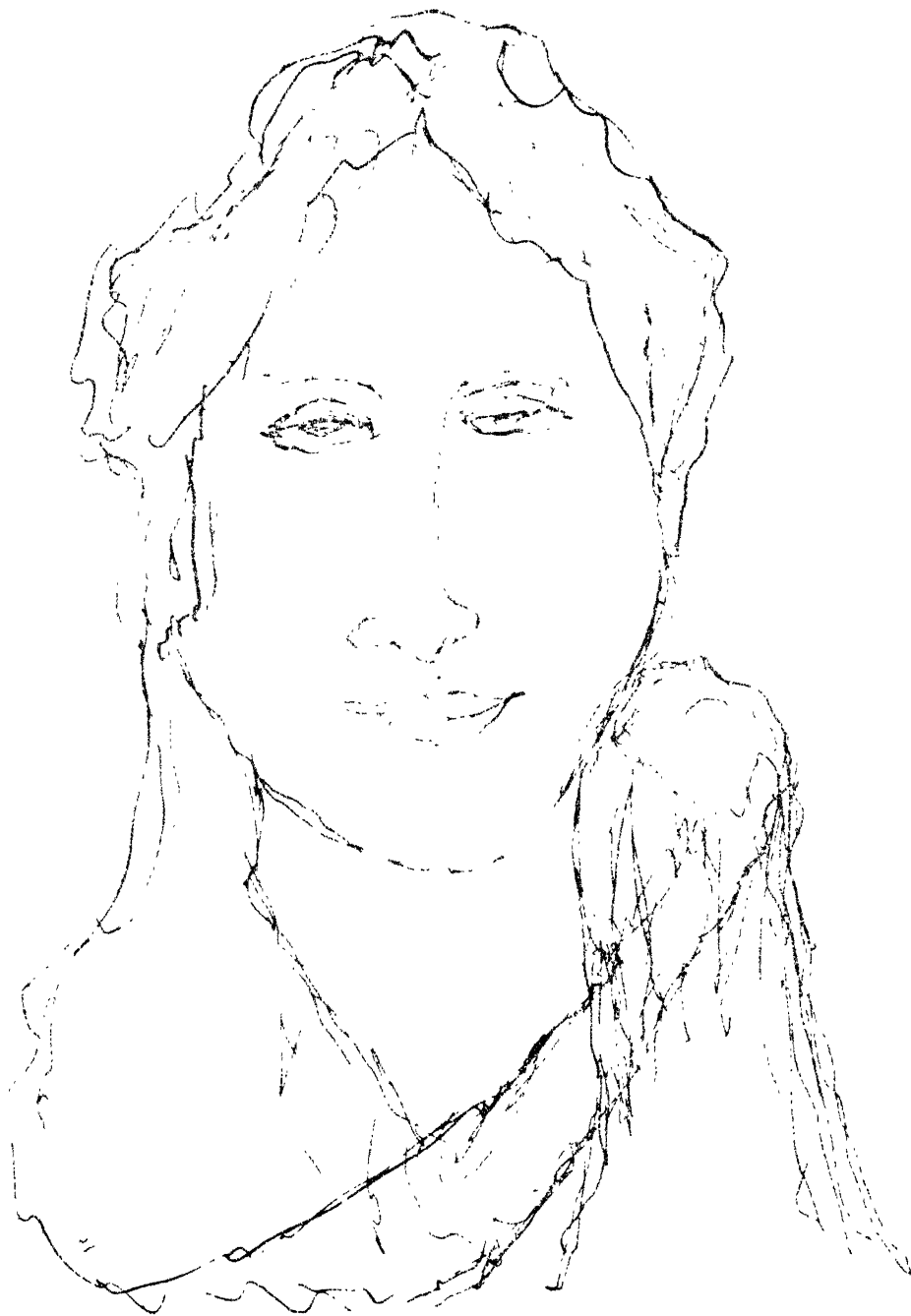
৩৪ খ্যাতি আছে সুন্দরী ব'লে তার,
ত্রুটি ঘটে নুন দিতে ঝোলে তার ;—
চিনি কম পড়ে বটে পায়সে
স্বামী তবু চোখ বুজে' খায় সে,
যা পায় তাহাই মুখে তোলে তার,
দোষ দিতে মুখ নাহি খোলে তার ॥

৩৫ ঘোষালের বক্তৃতা
করা কর্ত্তব্যই ;
বেঞ্চি চৌকি আদি
আছে সব দ্রব্যই।

মাতৃভূমির লাগি
পাড়া ঘুরে মরেছে,
একশো টিকিট বিলি
নিজ হাতে করেছে।
চোখ বুজে ভাবে,—বুঝি
এল সব সভ্যই,
চোখ চেয়ে দেখে, বাকি
শুধু নিরেনব্বই॥
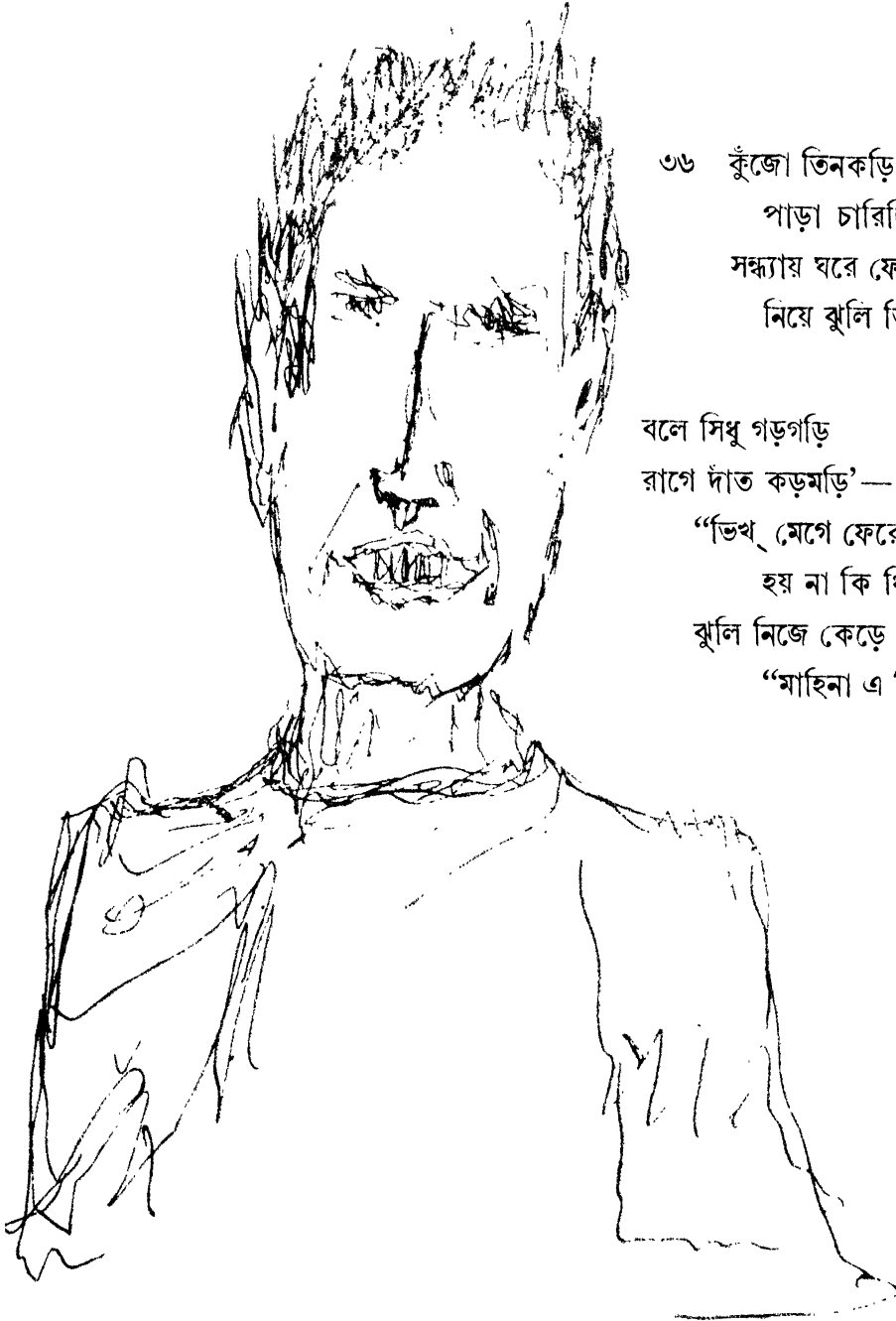
৩৬ কুঁজো তিনকড়ি ঘোরে
পাড়া চারিদিককার,
সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে
নিয়ে ঝুলি ভিক্ষার।

বলে সিধু গড়গড়ি
রাগে দাঁত কড়মড়ি'—
"ভিখ্ মেগে ফেরো, মনে
হয় না কি ধিক্কার ?"
ঝুলি নিজে কেড়ে বলে—
"মাহিনা এ শিক্ষার।"
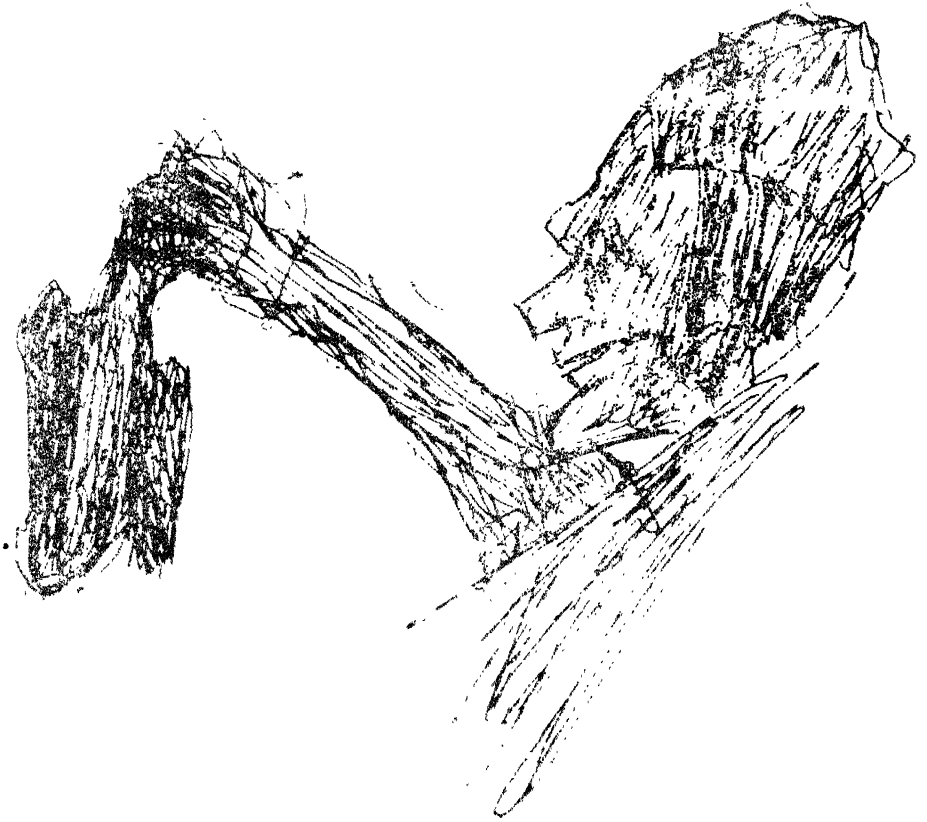
৩৭ মুরগীপাখীর পরে অন্তরে টান তার,
জীবে তার দয়া আছে এই তো প্রমাণ তার
বিড়াল চাতুরী ক'রে
পাছে পাখী নেয় ধ'রে,
এই ভয়ে সেই দিকে সদা আছে কান তার—
শেয়ালের খলতায় ব্যথা পায় প্রাণ তার ॥

৩৮ সন্ধ্যেবেলায় বন্ধুঘরে
জুট্‌ল চুপি চুপি
গোপেন্দ্র মুস্তফি।

রাত্রে যখন ফিরল ঘরে
সবাই দেখে তারিফ করে,—
পাগ্‌ড়িতে তার জুতো জোড়া
পায়ে রঙীন টুপি।

এই উপদেশ দিতে এল—
সব করা চাই এলোমেলো,
"মাথায় পায়ে রাখব না ভেদ"
—চেঁচিয়ে বলে গুপী॥
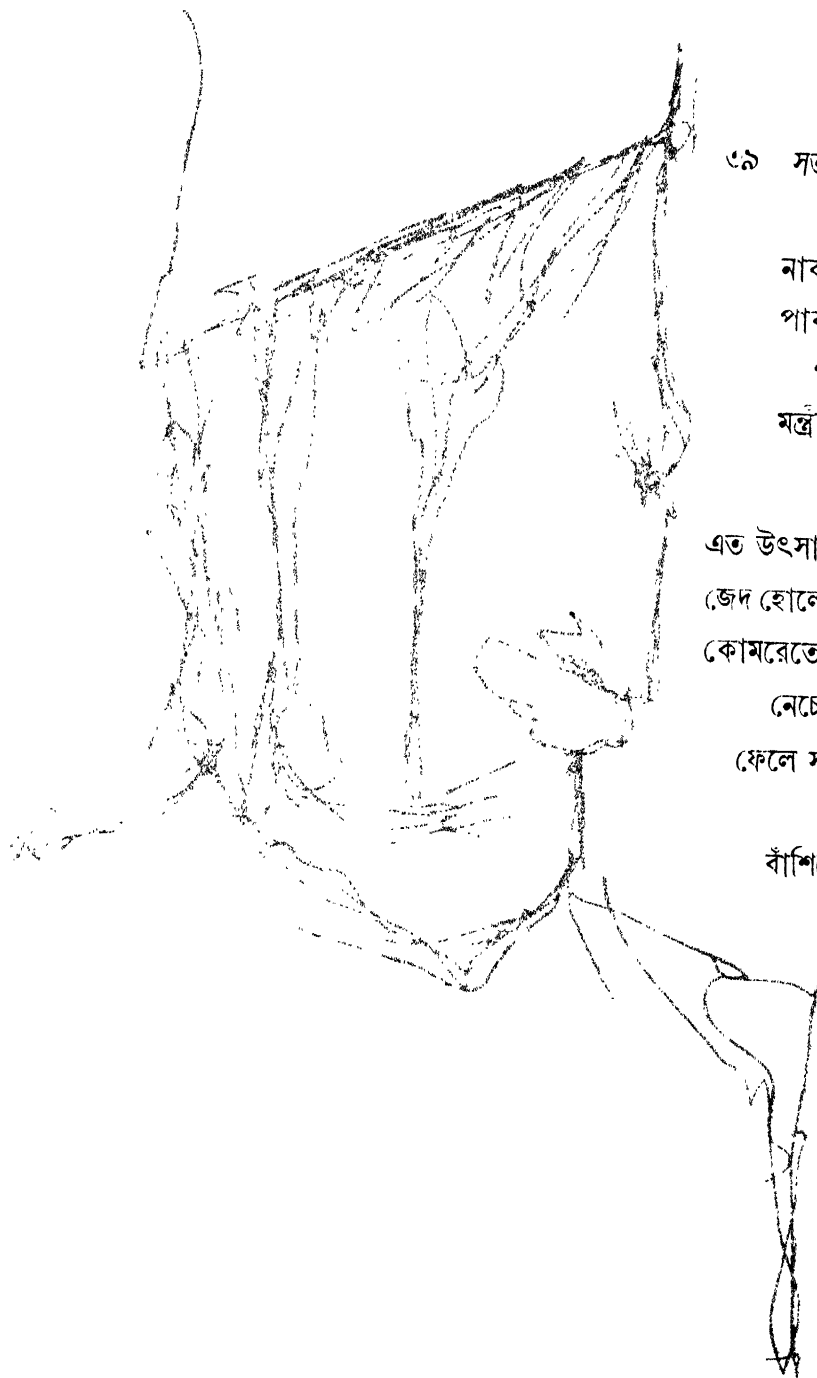
৩৭ সভাতলে ভুঁয়ে
কাৎ হয়ে শুয়ে
নাক ডাকাইছে সুল্‌তান,
পাকা দাড়ি নেড়ে
গলা দিয়ে ছেড়ে
মন্ত্রী গাহিছে মূলতান।

এত উৎসাহ দেখি' গায়কের
জেদ হোলো মনে সেনানায়কের,—
কোমরেতে এক ওড়্‌না জড়িয়ে
নেচে করে সভা গুল্‌তান।
ফেলে সব কাজ
বর্‌কন্দাজ
বাঁশিতে লাগায় ভুল্‌ তান॥

৪০ নাম তার ভেলুরাম ধুনিচাঁদ শিরথ,
ফাটা এক তম্বুরা কিনেছে সে নিরর্থ।

সুরবোধ সাধনায়
ধুরপদে বাধা নাই,
পাড়ার লোকেরা তাই হারিয়েছে ধীরত্ব—
অতি-ভালোমানুষেরো বুকে জাগে বীরত্ব॥

৪১ ইঁটের গাদার নিচে
ফটকের ঘড়িটা।
ভাঙা দেয়ালের গায়ে
হেলে-পড়া কড়িটা।

পাঁচিলটা নেই, আছে
কিছু ইঁট সুর্‌কি।
নেই দই সন্দেশ,
আছে খই মুড়্‌কি,
ফাটা হুঁকো আছে হাতে,
গেছে গড়গড়িটা।
গলায় দেবার মতো
বাকি আছে দড়িটা॥
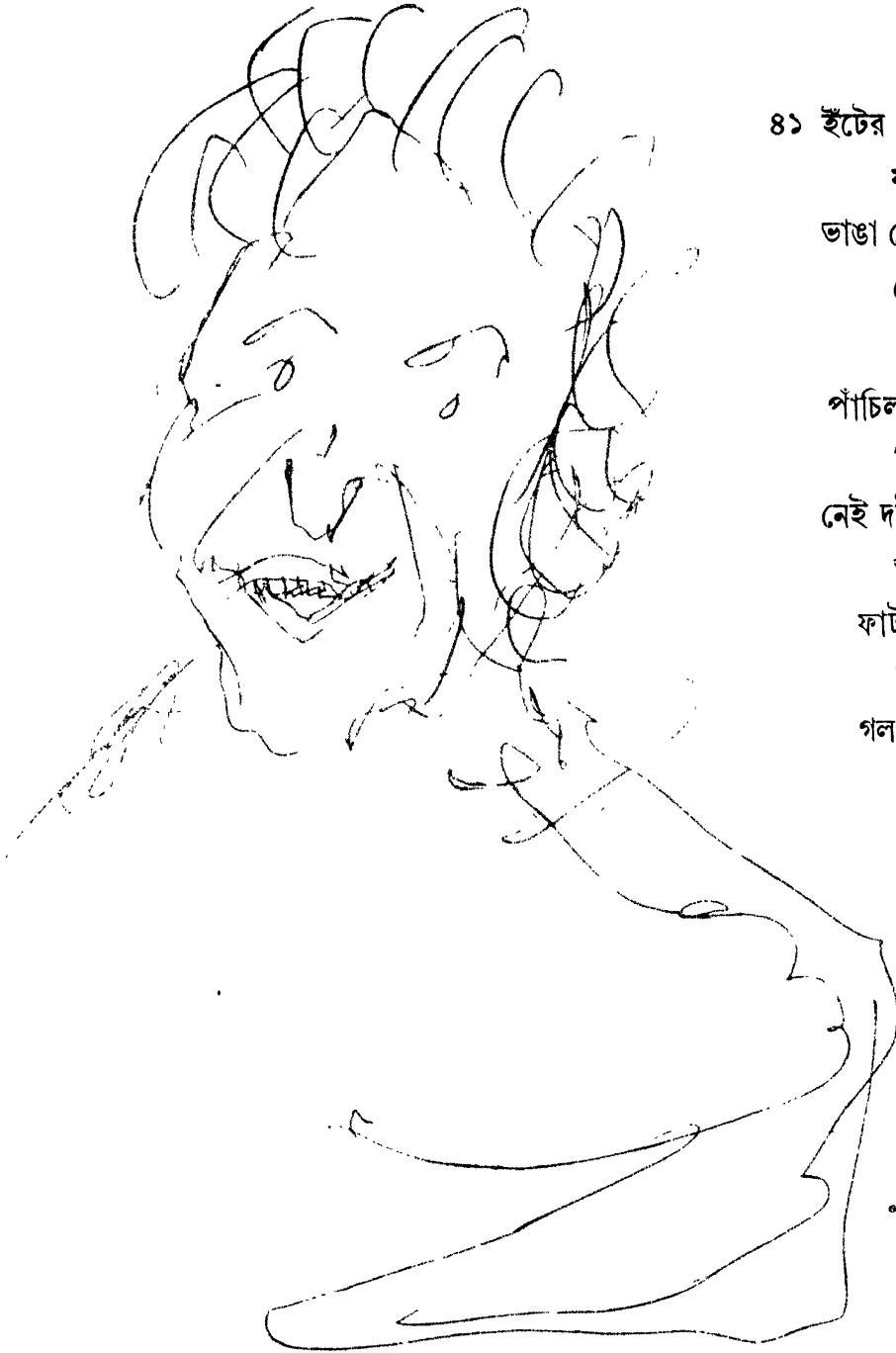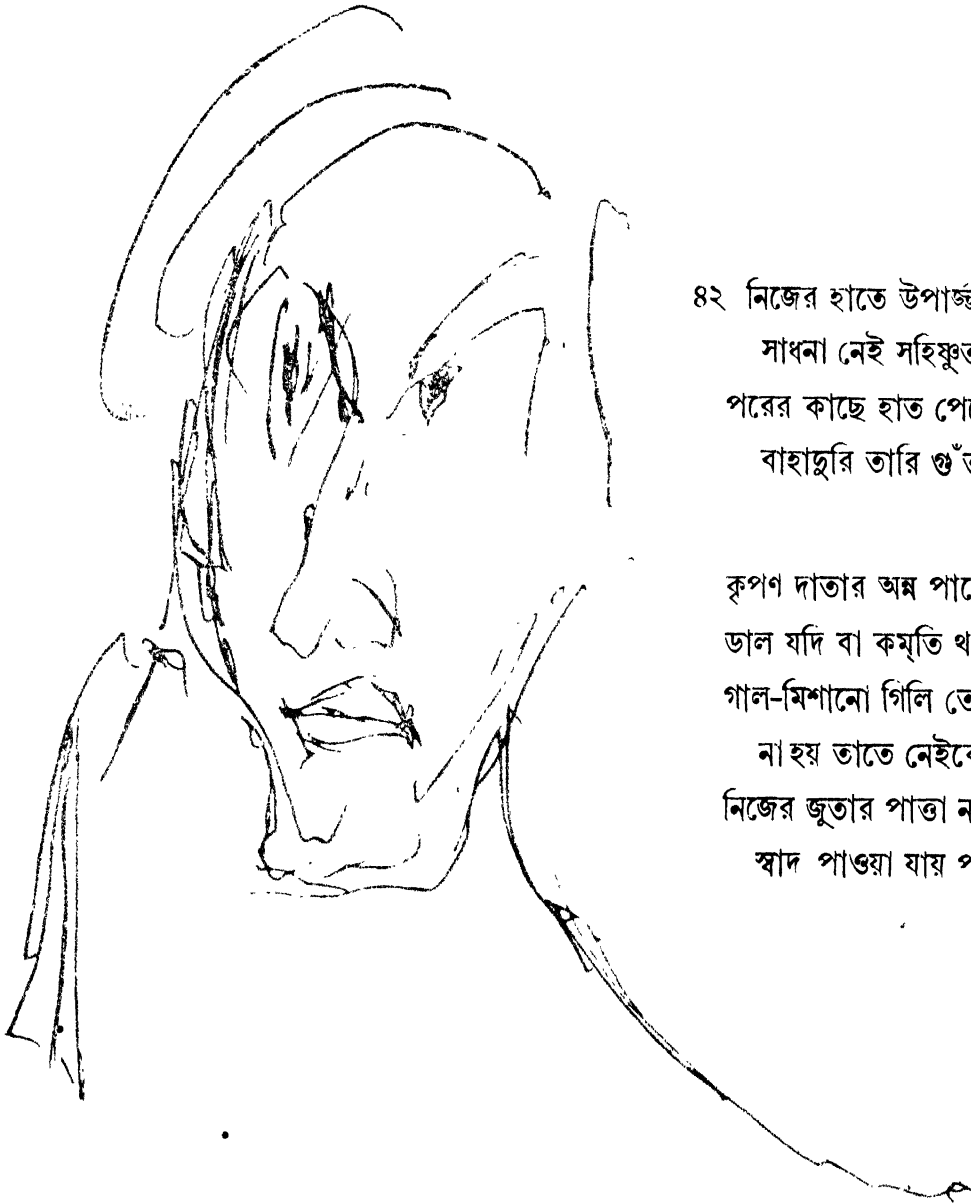
৪২ নিজের হাতে উপার্জ্জনে
সাধনা নেই সহিষ্ণুতার।
পরের কাছে হাত পেতে খাই
বাহাদুরি তারি গুঁতার।

কৃপণ দাতার অন্ন পাকে
ডাল যদি বা কম্‌তি থাকে
গাল-মিশানো গিলি তো ভাত
না হয় তাতে নেইকো স্বতার।
নিজের জুতার পাত্তা না পাই
স্বাদ পাওয়া যায় পরের জুতার॥
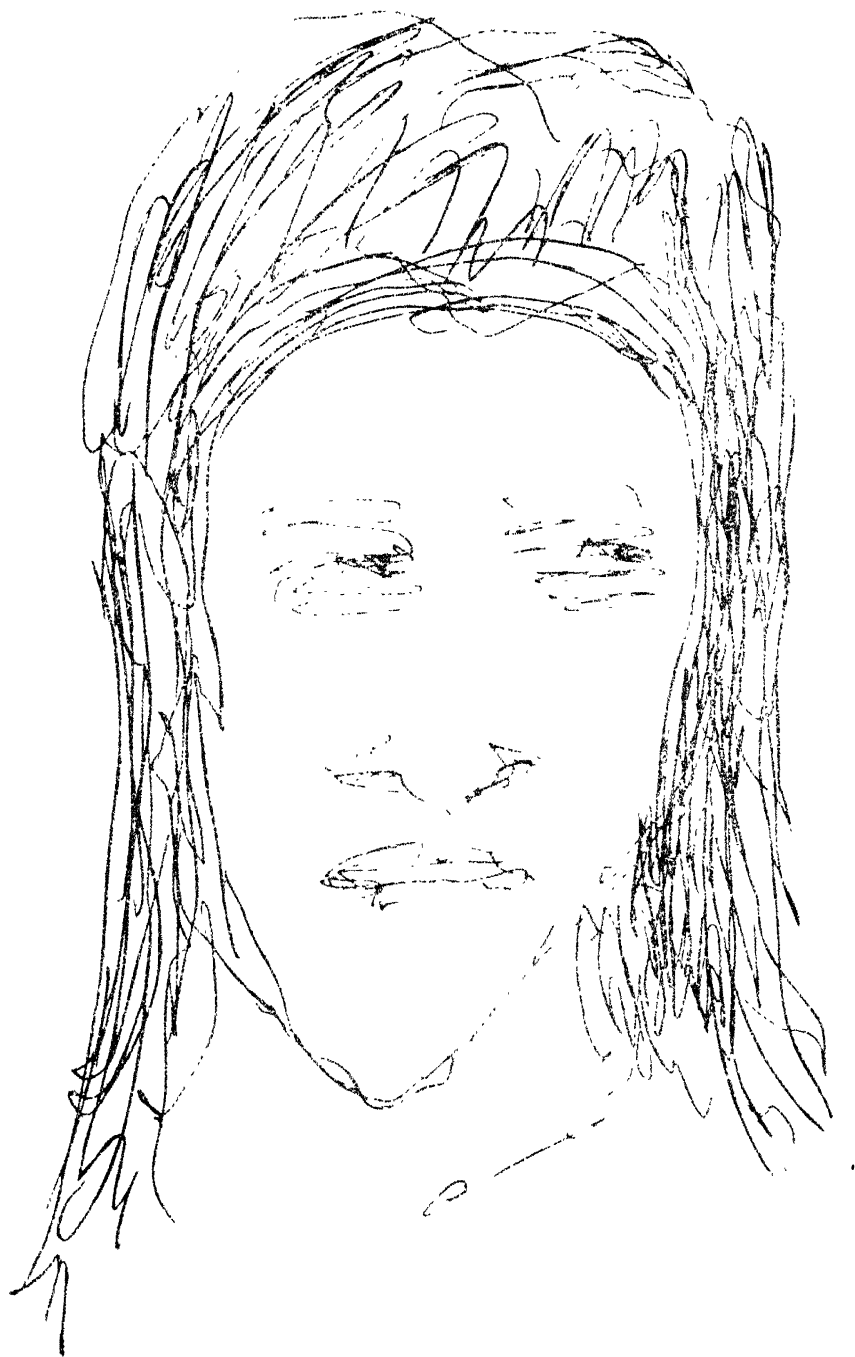
৪৩ আদর ক'রে মেয়ের নাম রেখেছে ক্যালিফর্নিয়া,
গরম হোলো বিয়ের হাট ঐ মেয়েরি দর নিয়া।

মহেশ দাদা খুঁজিয়া গ্রামে গ্রামে
পেয়েছে ছেলে ম্যাসাচুসেট্‌স্ নামে,
শাশুড়ি বুড়ি ভীষণ খুসি নামজাদা সে বর নিয়া,
ভাটের দল চেঁচিয়ে মরে নামের গুণ বর্ণিয়া॥

৪৪ কন্‌কনে শীত তাই
চাই তার দস্তানা,
বাজার ঘুরিয়ে দেখে
জিনিষটা সস্তা না।
কম দামে কিনে' মোজা
বাড়ি ফিরে গেল সোজা,
কিছুতে ঢোকে না হাতে,
তাই শেষে পস্তানা॥

৪৫ খবর পেলেম কল্য,
তাঞ্জামেতে চ'ড়ে রাজা
গাঞ্জামেতে চল্ল।

সময়টা তার জল্দি কাটে ;
পৌঁছল যেই হল্দিঘাটে,
একটা ঘোড়া রইল বাকি
তিনটে ঘোড়া মরল।
গরানহাটায় পৌঁছে সেটা
মুটের ঘাড়ে চড়ল ॥

৪৬ “সময় চলেই যায়”—
নিত্য এ নালিশে
উদ্বেগে ছিল ভুপু
মাথা রেখে বালিশে।

কব্‌জির ঘড়িটার
উপরেই সন্দ,
একদম ক’রে দিল
দম তার বন্ধ,
সময় নড়ে না আর ,
হাতে বাঁধা খালি সে,
ভুপুরাম অবিরাম—
বিশ্রামশালী সে।

ঝাঁ-ঝাঁ করে রোদ্দুর,—
তবু ভোর পাঁচটায়
ঘড়ি করে ইঙ্গিত
ডালাটার কাঁচটায় ;
রাত বুঝি ঝক্‌ঝকে
কুঁড়েমির পালিসে।
বিছানায় প’ড়ে তাই
দেয় হাততালি সে।

৪৭ উজ্জ্বলে ভয় তার
ভয় মিট্‌মিটেতে,
ঝালে তার যত ভয়
তত ভয় মিঠেতে।

ভয় তার পশ্চিমে
ভয় তার পূর্ব্বে,
যে দিকে তাকায়, ভয়
সাথে সাথে ঘুরবে ;
ভয় তার আপনার
বাড়িটার ইঁটেতে,
ভয় তার অকারণে
অপরের ভিটেতে।

ভয় তার বাহিরেতে
ভয় তার অন্তরে,
ভয় তার ভুত প্রেতে
ভয় তার মন্তরে।
দিনের আলোতে ভয়
সামনের দিঠেতে,
রাতের আঁধারে ভয়
আপনারি পিঠেতে॥

৪৮ কনের পণের আশে চাকরি সে ত্যেজেছে
বারবার আয়নাতে মুখখানি মেজেছে।

হেনকালে বিনা কোনো কসুরে
যম এসে ঘা দিয়েছে শ্বশুরে,
কনেও বাঁকালো মুখ,
বুকে তাই বেজেছে।
বরবেশ ছেড়ে হীরু
দরবেশ সেজেছে॥

৪৯ বরের বাপের বাড়ি
যেতেছে বৈবাহিক,
সাথে সাথে ভাঁড় হাতে
চলেছে দই-বাহিক।

পণ দেবে কত টাকা
লেখাপড়া হবে পাকা,
দলিলের খাতা নিয়ে
এসেছে সই-বাহিক।

৫০ আয়না দেখেই চম্‌কে বলে,—
“মুখ যে দেখি ফ্যাকাশে,
বেশিদিন আর বাঁচব না তো ;”
—ভাবছে বসে একা সে।
ডাক্তারেরা লুটল কড়ি,—
খাওয়ায় জোলাপ, খাওয়ায় বড়ি,
অবশেষে বাঁচল না সেই
বয়স যখন একাশী ॥
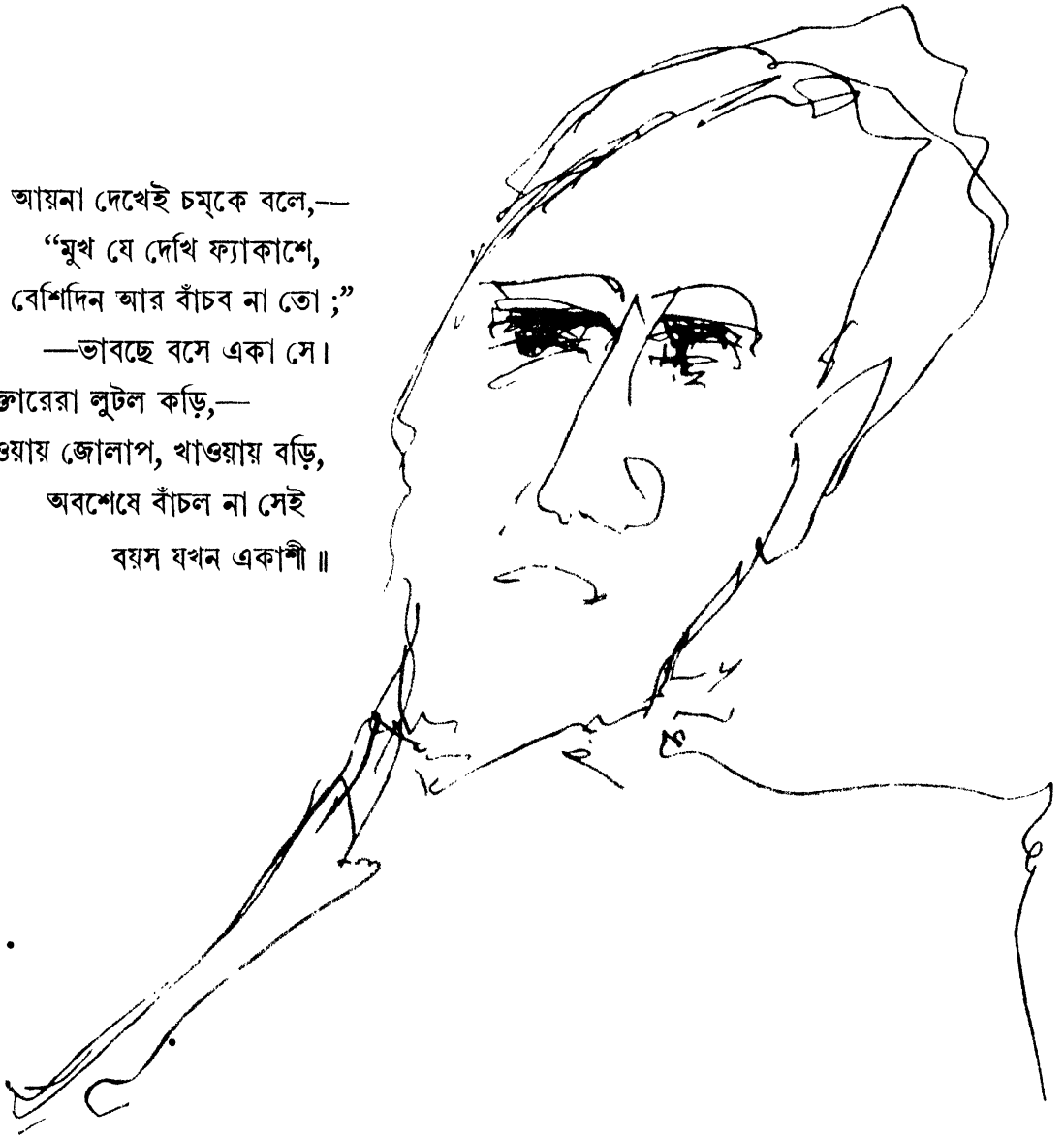
৫১ বাদশার মুখখানা
গুরুতর গম্ভীর ;
মহিষীর হাসি নাহি ঘুচে,
কহিলা বাদ্‌শাবীর—
"যতগুলো দম্ভীর
দম্ভ মুছিব চেঁচে পুঁছে।"

উঁচু মাথা হোলো হেঁট,
খালি হোলো ভরা পেট,
শপাশপ্ পিঠে পড়ে বেত।
কভু ফাঁসি কভু জেল,
কভু শূল কভু শেল,
কভু ক্রোক দেয় ভরা ক্ষেত।

মহিষী বলেন তবে,—
"দম্ভ যদি না র'বে
কী দেখে হাসিব তবে প্রভু ;"
বাদ্‌শা শুনিয়া কহে,—
"কিছুই যদি না রহে
হসনীয় আমি রবো তবু॥"

৫২ আপিস থেকে ঘরে এসে
মিল্‌ত গরম আহার্য্য,
আজ্‌কে থেকে রইবে না আর
তাহার জো।

বিধবা সেই পিসি ম'রে
গিয়েছে ঘর খালি ক'রে,
বদ্দি স্বয়ং করেছে তার
সাহায্য॥

৫৩ গব্বু রাজার পাতে
ছাগলের কোর্মাতে
যবে দেখা গেল তেলা-
পোকাটা
রাজা গেল মহা চ'টে
চীৎকার ক'রে ওঠে—
"খানসামা কোথাকার
বোকাটা।"

মন্ত্রী জুড়িয়া পাণি
কহে, "সবই এক প্রাণী ;"
রাজার ঘুচিয়া গেল
ধোঁকাটা।
জীবের শিবের প্রেমে
একদম গেল থেমে
মেঝে তার তলোয়ার-
ঠোকাটা॥

৫৪ নামজাদা দানুবাবু
রীতিমতো খ’র্চ্চে,
অথচ ভিটেয় তার
ঘুঘু সদা চরছে।
দানধর্ম্মের পরে মন তার নিবিষ্ট,
রোজগার করিবার বেলা জপে ‘শ্রীবিষ্ণু’,
চাঁদার খাতাটা তাই দ্বারে দ্বারে ধরছে।
এই ভাবে পুণ্যের খাতা তার ভরছে॥
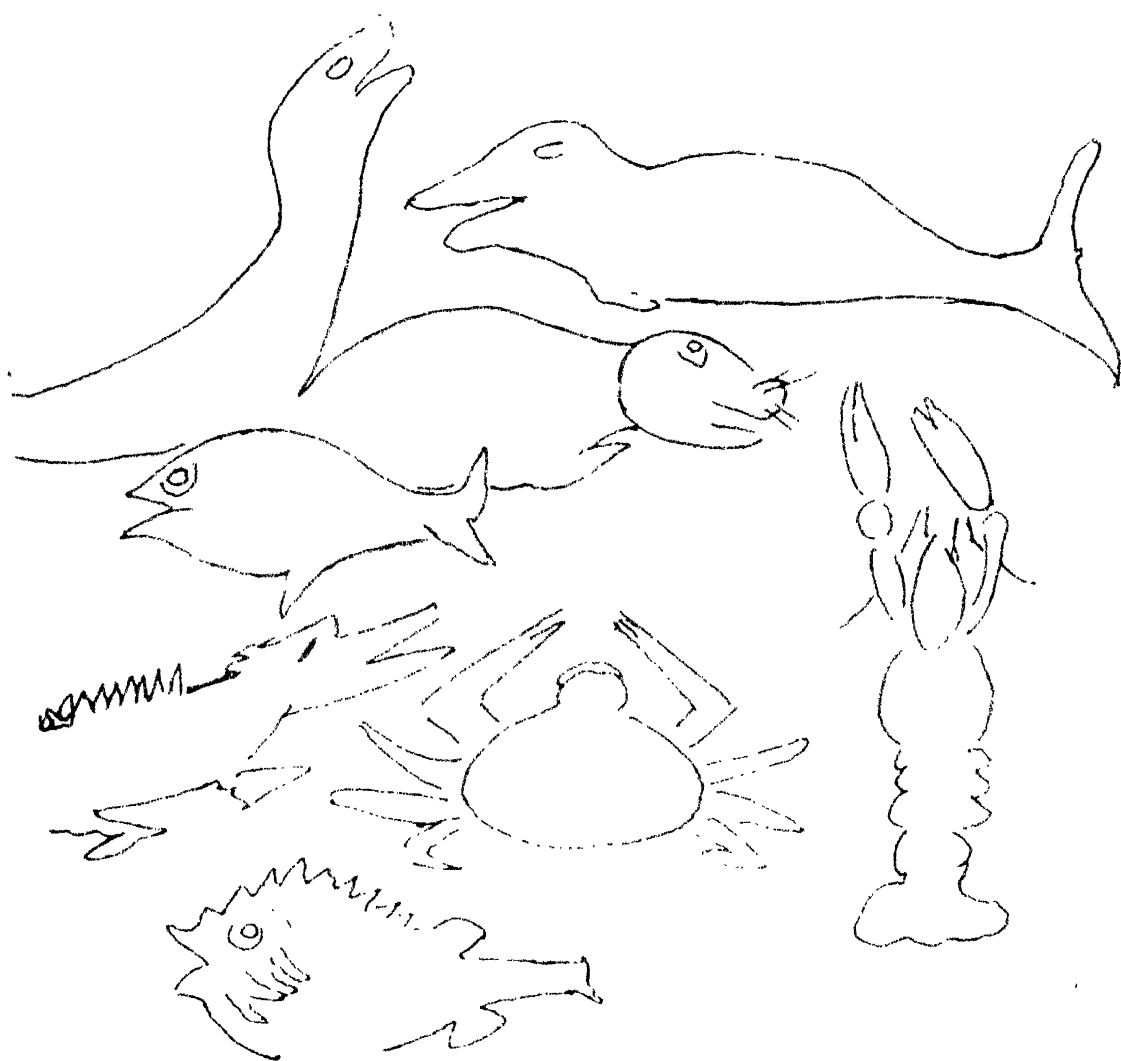
৫৫ বহু কোটি যুগ পরে
সহসা বাণীর বরে
জলচর প্রাণীদের
কণ্ঠটা পাওয়া যেই
সাগর জাগর হোলো
কত মতো আওয়াজেই।
তিমি ওঠে গাঁ গাঁ ক'রে চিঁ চিঁ করে চিংড়ি,
ইলিস বেহাগ ভাঁজে যেন মধু নিংড়ি';
শাঁখগুলো বাজে, বহে
দক্ষিনে হাওয়া যেই,
গান গেয়ে শুশুকেরা
লাগে কুচ-কাওয়াজেই ॥

৫৬ আমার পাচকবর গদাধর মিশ্র,
তারি ঘরে দেখি মোর কুন্তল বৃষ্য।
কহিনু তাহারে ডেকে—
"এ শিশিটা এনেছে কে,
শোভন করিতে চাও হেঁশেলের দৃশ্য ?"

সে কহিল,—"বরিষার
এই ঋতু ;—শরিষার
তেলে ক'ষে যায় ধাত, বেড়ে যায় কৃশ্য।"
কহে,—"কাঠমুণ্ডার
নেপালের গুণ্ডার
এই তেলে কেটে যায় জঠরের গ্রীষ্ম।
লোকমুখে শুনেছি তো রাজা গোলকুণ্ডার
এই সাত্ত্বিক তেলে পূজার হবিষ্য।
আমি আর তাঁরা সবে চরকের শিষ্য" ॥

৫৭ রান্নার সব ঠিক,
পেয়েছি তো নূনটা,
অল্প অভাব আছে
পাইনি বেগুনটা।
পরিবেষণের তরে
আছি মোরা সব ভাই,
যাদের আসার কথা
অনাগত সব্বাই ;
পান পেলে পূরো হয়
জুটিয়েছি চুনটা ;
একটু আধটু বাকি
নাই তাহে কুণ্ঠা ॥
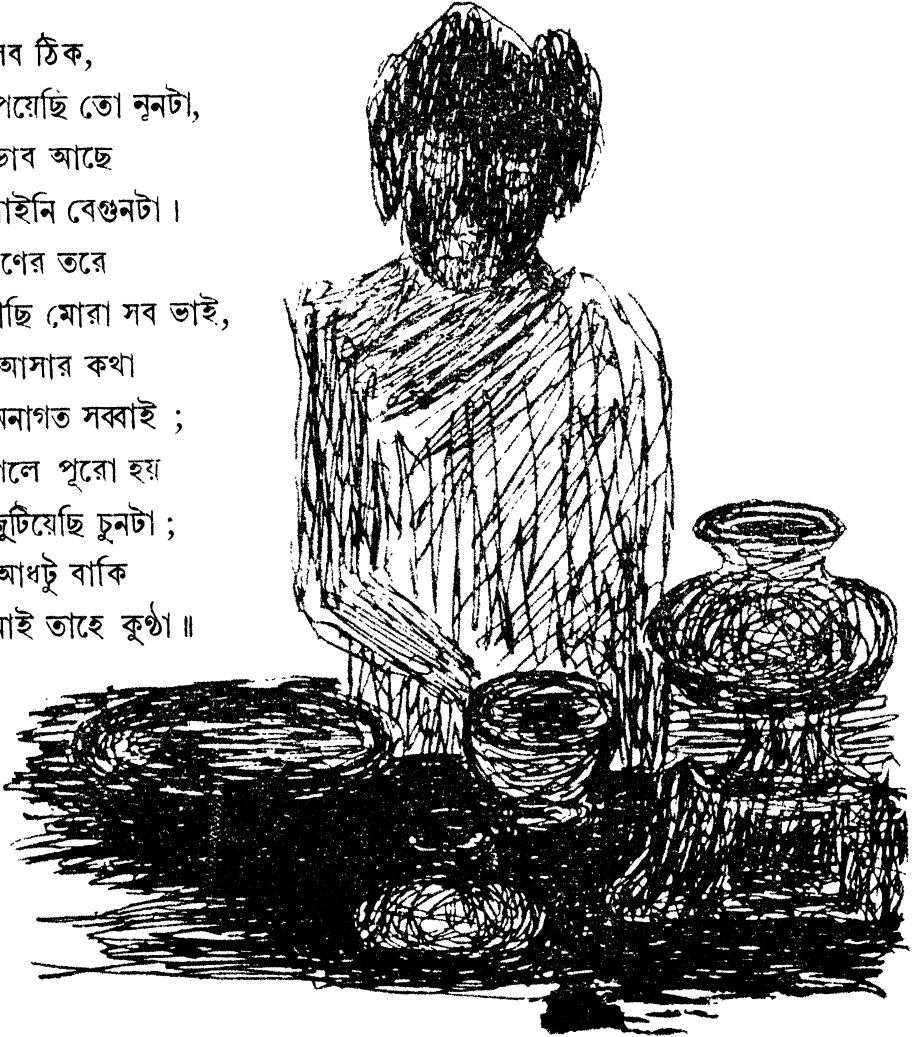
৫৮ সর্দ্দিকে সোজাসুজি
সর্দ্দি ব'লেই বুঝি
মেডিকেল বিজ্ঞান না শিখে।
ডাক্তার দেয় শিষ
টাকা নিয়ে পঁয়ত্রিশ
ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বলে কাশিকে।

ভাবনায় গেল ঘুম
ওষুধের লাগে ধুম,
শঙ্কা লাগাল পারিভাষিকে।

আমি পুরাতন পাপী
Hanging শুনেই কাঁপি,
ডরি নে কো সাদাসিধে ফাঁসিকে।

শূন্য তবিল যবে
বলে, "পাচনেই হবে,"
—চেতাইল এ ভারতবাসীকে।
নর্সকে ঠেকিয়ে দূরে
যাই বিক্রমপুরে,
সহায় মিলিল খাঁদুমাসিকে॥

৫৯ হাস্যদমনকারী গুরু—

নাম যে বশীশ্বর,
কোথা থেকে জুটল তাহার
ছাত্র হসীশ্বর।
হাসিটা তার অপর্য্যাপ্ত,
তরঙ্গে তার বাতাস ব্যাপ্ত,
পরীক্ষাতে মার্কা যে তাই
কাটেন মসীশ্বর।
ডাকি সরস্বতী মাকে,
ত্রাণ করো এই ছেলেটাকে,
মাষ্টারিতে ভর্ত্তি করো
হাস্যরসীশ্বর॥

৬০ ব্রিজ্‌টার প্ল্যান দিল
বড়ো এন্‌জিনিয়ার
ডিস্ট্রিক্‌ট্‌ বোর্ডের
সব চেয়ে সীনিয়ার।

নতুন রকম প্ল্যান
দেখে সবে অজ্ঞান,
বলে, এই চাই এটা
চিনি নাই-চিনি আর।

ব্রিজ্‌খানা গেল শেষে
কোন অঘটন দেশে
তার সাথে গেছে ভেসে
ন'হাজার গিনি আর॥
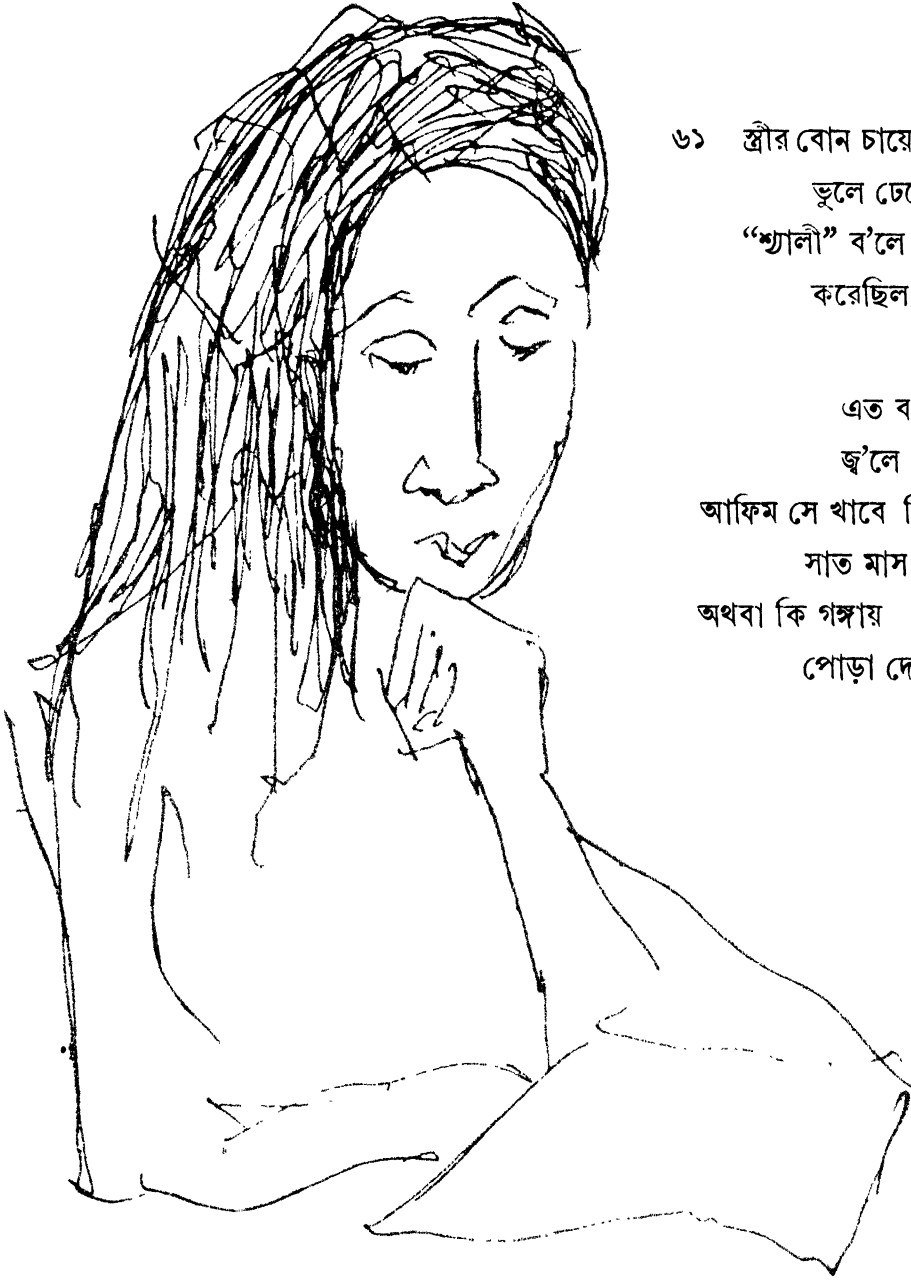
৬১ স্ত্রীর বোন চায়ে তার
ভুলে ঢেলেছিল কালী,
"শ্যালী" ব'লে ভৎ র্সনা
করেছিল বনমালী।

এত বড়ো গালি শুনে'
জ্ব'লে মরে মনাগুনে,
আফিম সে খাবে কিনা
সাত মাস ভাবে খালি,
অথবা কি গঙ্গায়
পোড়া দেহ দিবে ডালি॥

৬২ ননীলাল বাবু যাবে লঙ্কা,
শ্যালা শুনে এল, তার
ডাক-নাম টঙ্কা।

বলে, হেন উপদেশ তোমারে দিয়েছে সে কে,
আজো আছে রাক্ষস, হঠাৎ চেহারা দেখে
রামের সেবক ব'লে করে যদি শঙ্কা।

আকৃতি প্রকৃতি তব হোতে পারে জম্বুকালো,
দিদি যা বলুন, মুখ নয় কভু কম কালো,
খামকা তাদের ভয় লাগিবে আচমকা।
হয়তো বাজাবে রণডঙ্কা।

৬৩ ভোলানাথ লিখেছিল
তিন-চারে নব্বই,
গণিতের মার্কায়
কাটা গেল সর্ব্বই।

তিন-চারে বারো হয়
মাষ্টার তারে কয়;
"লিখেছিনু ঢের বেশি"
—এই তার গর্ব্বই।

৬৪ একটা খোঁড়া ঘোড়ার 'পরে
চড়েছিল চাটুর্য্যে,
পড়ে গিয়ে কী দশা তার
হয়েছিল হাঁটুর যে !

বলে কেঁদে,—"ব্রাহ্মণেরে
বইতে ঘোড়া পারল না যে
সইত তা-ও, মরি আমি
তার থেকে এই অধিক লাজে
লোকের মুখের ঠাট্টা যত
বইতে হবে টাটুর যে !"
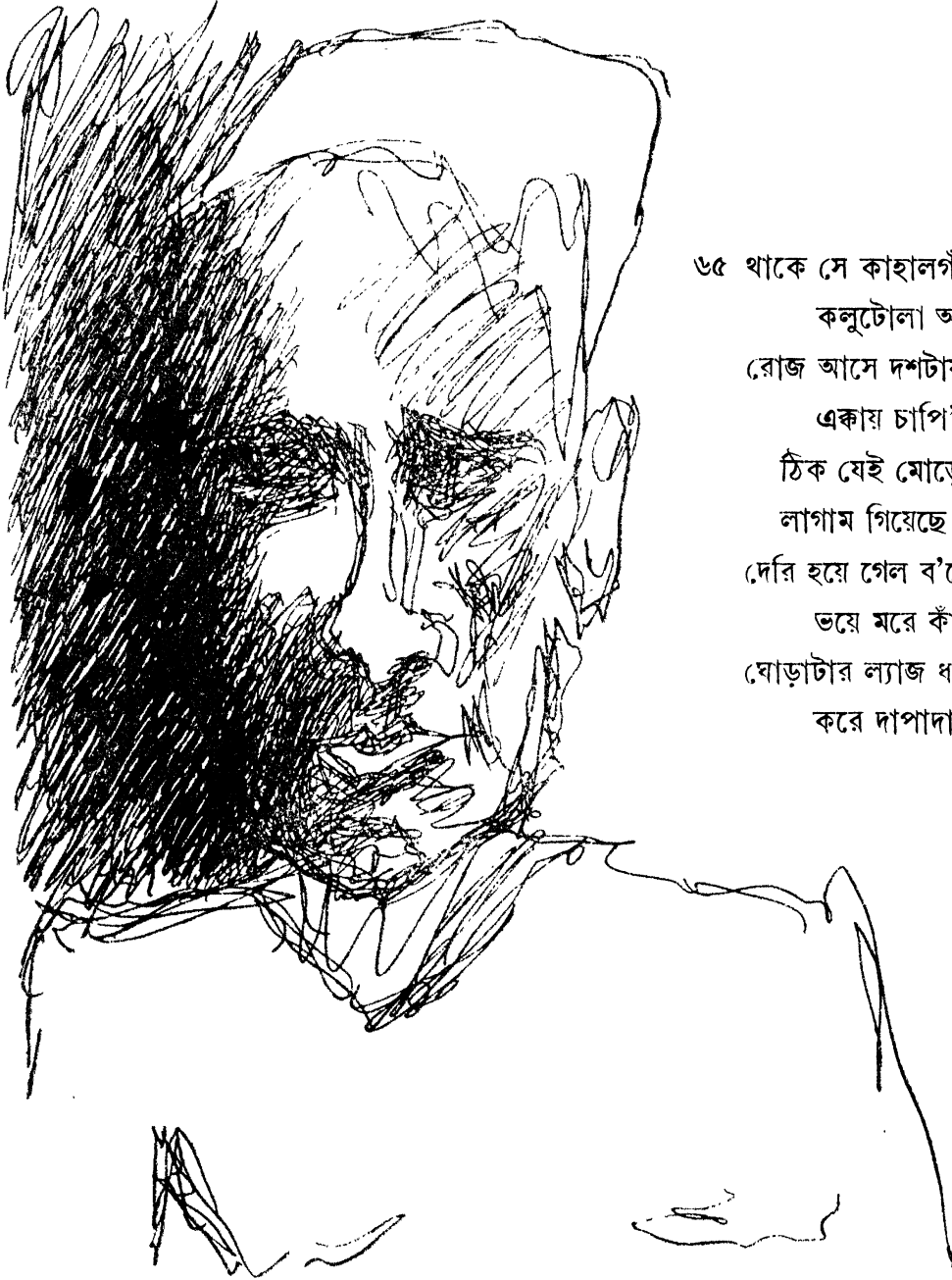
৬৫ থাকে সে কাহালগাঁয় ;
কলুটোলা আফিসে
রোজ আসে দশটায়
একায় চাপি' সে।
ঠিক যেই মোড়ে এসে
লাগাম গিয়েছে ফেঁসে,
দেরি হয়ে গেল ব'লে
ভয়ে মরে কাঁপি' সে,
ঘোড়াটার ল্যাজ ধ'রে
করে দাপাদাপি সে ॥
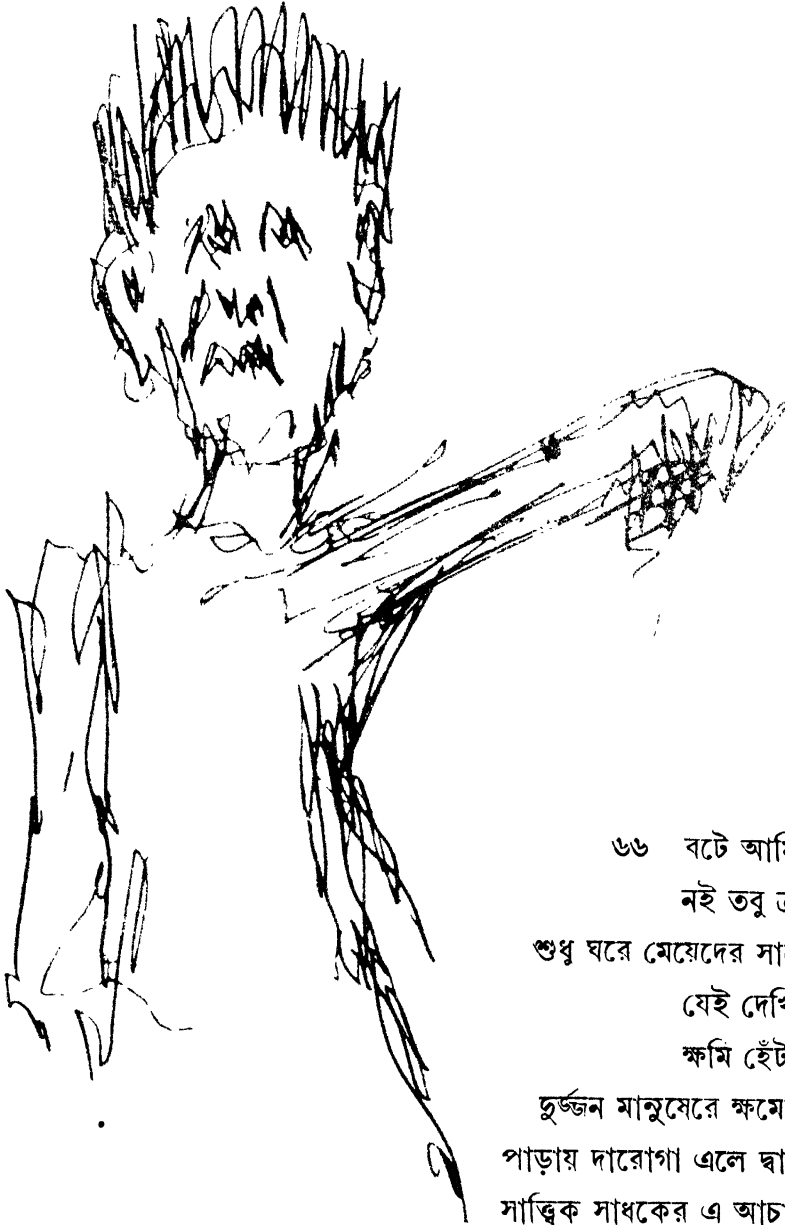
৬৬ বটে আমি উদ্ধত
নই তবু ক্রুদ্ধ তো,
শুধু ঘরে মেয়েদের সাথে মোর যুদ্ধ তো।
যেই দেখি গুণ্ডায়
ক্ষমি হেঁটমুণ্ডায়,
দুর্জ্জন মানুষেরে ক্ষমেছেন বুদ্ধ তো।
পাড়ায় দারোগা এলে দ্বার করি রুদ্ধ তো।
সাত্ত্বিক সাধকের এ আচার শুদ্ধ তো॥

৬৭ ভূত হয়ে দেখা দিল
বড়ো কোলা ব্যাঙ,
এক পা টেবিলে রাখে,
কাঁধে এক ঠ্যাঙ্‌।

বনমালী খুড়ো বলে—
"করো মোরে রক্ষে,
শীতল দেহটি তব
বুলিয়ো না বক্ষে ;"
উত্তর দেয় না সে,
বলে শুধু—"ক্যাঙ্‌"।

৬৮ পেঁচোটাকে মাসি তার
যত দেয় আস্কারা,
মুস্কিল ঘটে তত
এক সাথে বাস করা।
হঠাৎ চিম্‌টি কাটে
কপালের চামড়ায়
বলে সে,—"এমনি ক'রে
ভিমরুল কামড়ায় ;"
আমার বিছানা নিয়ে
খেলা ওর চাষ-করা,
মাথার বালিশ থেকে
তুলোগুলো হ্রাস-করা॥
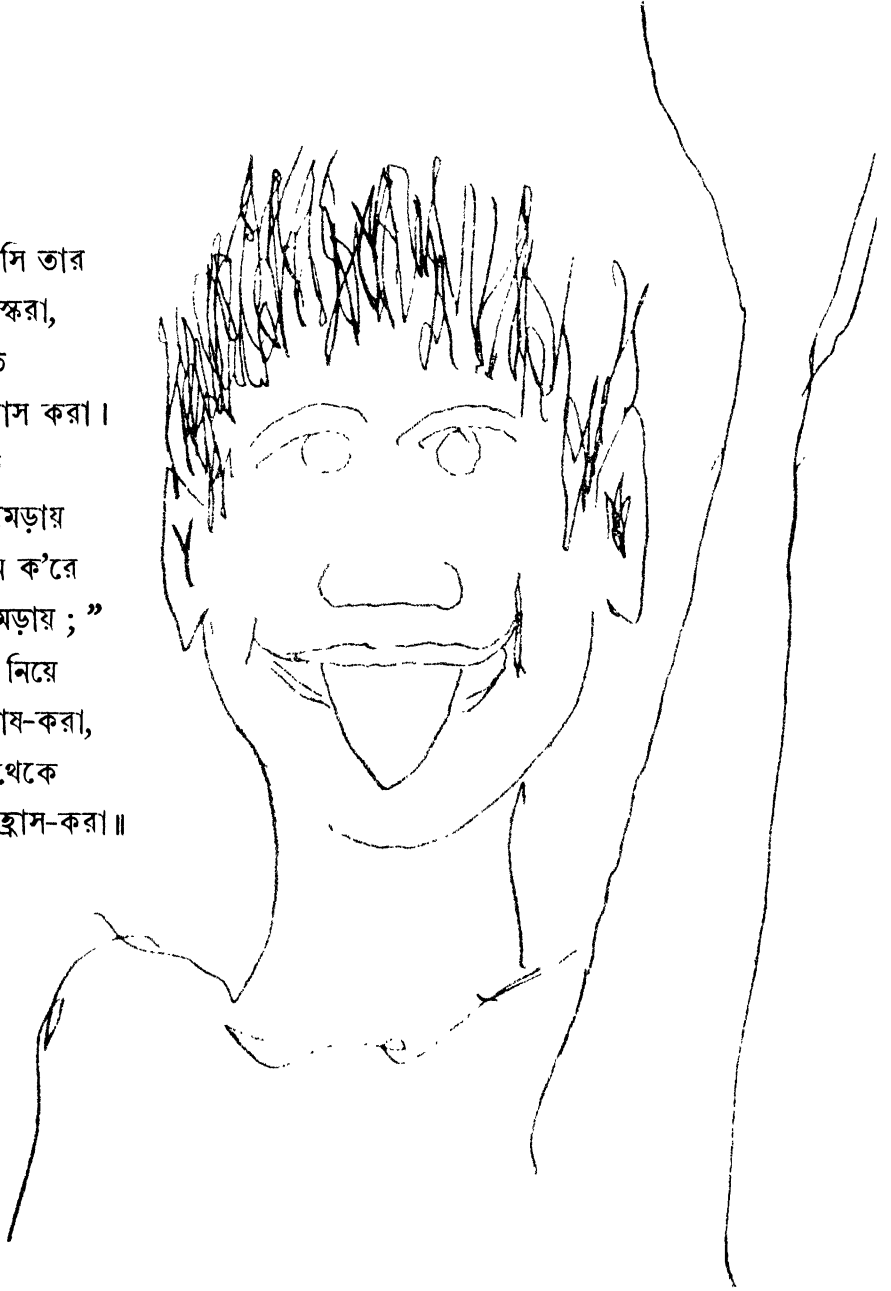
৬৯ কেন মারো সিঁধ-কাটা ধূর্ত্তে
কাজ ওর দেয়ালটা খুঁড়তে।
তোমার পকেটটাকে করেছ কি ডোবা হে,
চিরদিন বহমান অর্থের প্রবাহে
বাধা দেবে অপরের পকেটটি পূরতে।
আর যত নীতিকথা সে তো ওর চেনা না,—
ওর কাছে অর্থ-নীতিটা নয় জেনানা ;
বদ্ধ ধনেরে তাই দেয় সদা ঘুরতে,
হেথা হতে হোথা তারে চালায় মুহূর্ত্তে ॥

৭০ যে মাসেতে আপিসেতে হোলো তার নাম ছাঁটা
স্ত্রীর সাড়ি নিজে পরে, স্ত্রী পরিল গামছাটা।
বলে, আমি বৈরাগী,
ছেড়ে দেব শিগ্‌গির,
ঘরে মোর যত আছে
বিলাস সামিগ্‌গির,
ছিল তার টিনে-গড়া চা-খাওয়ার চাম্‌চাটা,
কেউ তা কেনে না সেটা যত করে দাম ছাঁটা॥

৭১ জম্‌ল সতেরো টাকা ;
স্নদে টাকা খেলাবার
সখ গেল, নবু তাই
গেল চলি' ম্যালাবার।
ভাবনা বাড়ায় তার
মুনফার মাত্রা,
পাঁচ মেয়ে বিয়ে ক'রে
বাঁচল এ যাত্রা।
কাজ দিল কন্যারা
ঠেলাগাড়ি ঠেলাবার,
রোদ্দ্‌রে ভার্য্যার
ভিজে চুল এলাবার॥

৭২ বেদনায় সারা মন
করতেছে টনটন্
শ্যালী কথা বলল না
—সেই বৈরাগ্যে।
মরে গেলে ট্রাস্‌টিরা
ক'রে দিক বণ্টন
বিষয় আশয় যত,
—সব কিছু যাক্ গে॥
উমেদারী পথে আহা
ছিল যাহা সঙ্গী—
কোথা সে শ্যামবাজার
কোথা চৌরঙ্গী—
সেই ছেঁড়া ছাতা, চোরে
নেয় নাই ভাগ্যে—
আর আছে ভাঙা ঐ
হ্যারিকেন লণ্ঠন
বিশ্বের কাজে তা'রা
লাগে যদি লাগ্ গে॥

৭৩ ইস্কুল এড়ায়নে
সেই ছিল বরিষ্ঠ,
ফেল-করা ছেলেদের
সব চেয়ে গরিষ্ঠ।
কাজ যদি জুটে যায়
দুদিনে তা ছুটে যায়,
চাকরির বিভাগে সে
অতিশয় নড়িষ্ঠ,
গলদ করিতে কাজে
ভয়ানক দ্রঢ়িষ্ঠ॥
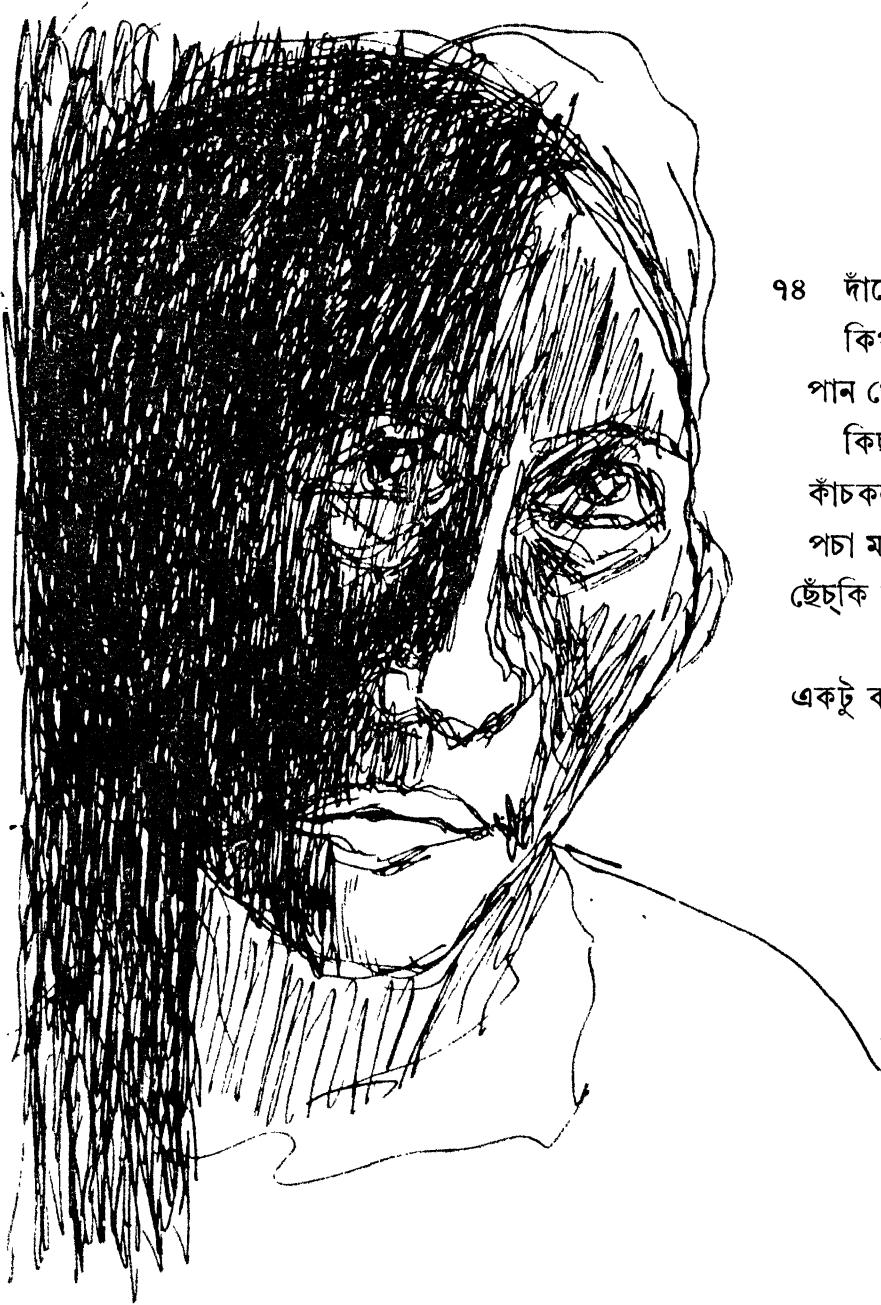
৭৪ দাঁয়েদের গিন্নিটি
কিপ্‌টে সে অতিশয়,
পান থেকে চুন গেলে
কিছুতে না ক্ষতি সয়।
কাঁচকলা-খোসা দিয়ে
পচা মহুয়ার ঘিয়ে
ছেঁচ্‌কি বানিয়ে আনে,—
সে কেবল পতি সয় ;
একটু করলে—‘উহুঁ’,
যদি এক রতি সয়
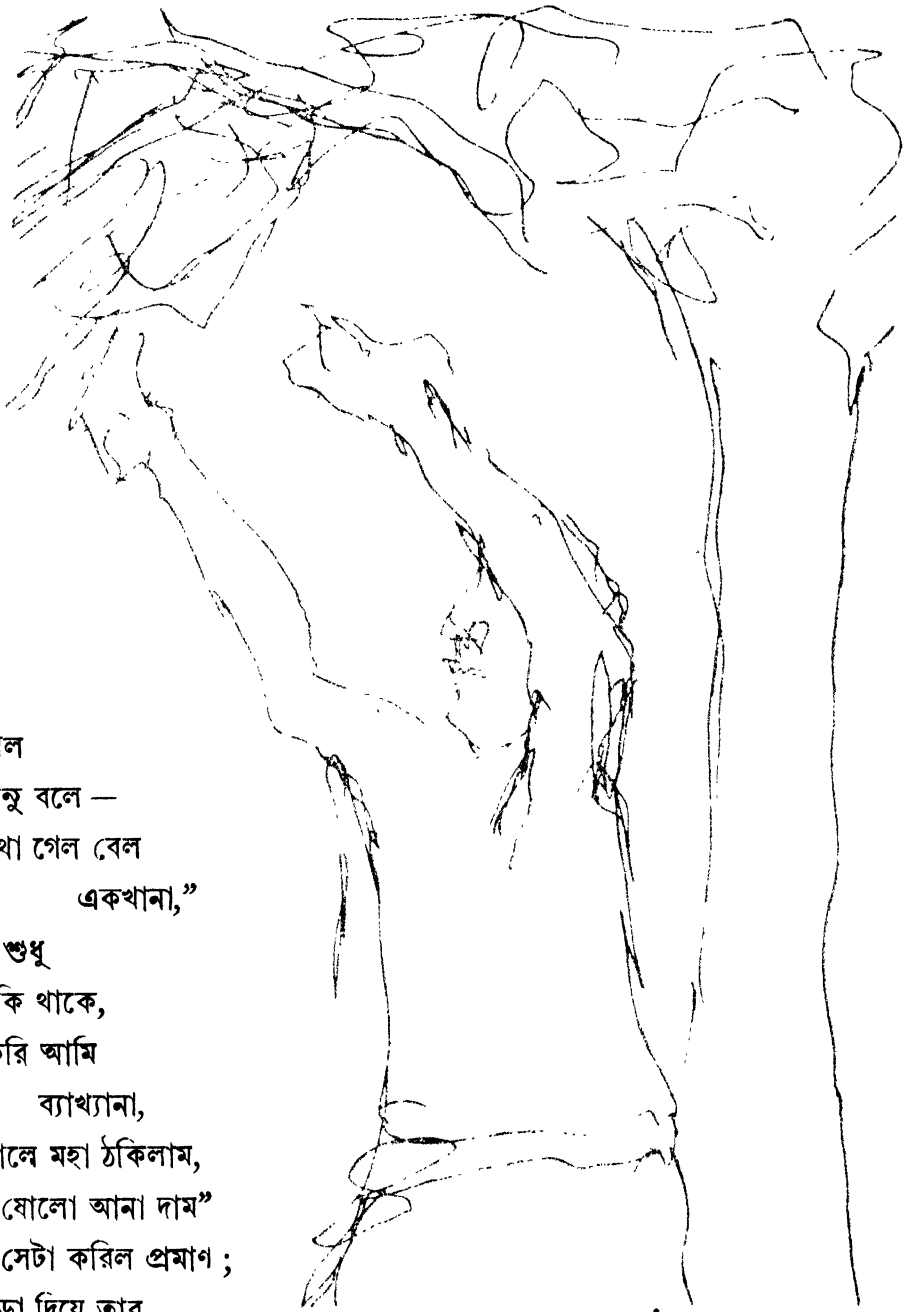
৭৫ আধখানা বেল
খেয়ে কানু বলে —
"কোথা গেল বেল
একখানা,"
আধা গেলে শুধু
আধা বাকি থাকে,
যত করি আমি
ব্যাখ্যানা,
সে বলে,—"তাহোলে মহা ঠকিলাম,
আমি তো দিয়েছি ষোলো আনা দাম"
হাতে হাতে সেটা করিল প্রমাণ ;
ঝাড়া দিয়ে তার
ব্যাগখানা ॥

৭৬ পাড়াতে এসেছে এক
নাড়িটেপা ডাক্তার
দূর থেকে দেখা যায়
অতি উঁচু নাক তার।

নাম লেখে ওষুধের,
এ দেশের পশুদের
সাধ্য কী পড়ে তাহা,
—এই বড়ো জাঁক তার।

যেথা যায় বাড়ি বাড়ি,
দেখে যে ছেড়েছে নাড়ী,
পাওনাটা আদায়ের
মেলে না যে ফাঁক তার।
গেছে নির্ব্বাকপুরে
ভক্তের ঝাঁক তার॥

৭৭ ইয়ারিং ছিল তার দু'কানেই।
গেল যবে স্যাকরার দোকানেই,
মনে পোলো গয়না তো চাওয়া যায়,
আরেকটা কান কোথা পাওয়া যায়,
সে কথাটা নোটবুকে টোঁকা নেই।
মাসি বলে,—তোর মত বোকা নেই॥

৭৮ লটারিতে পেল পীতু হাজার পঁচাত্তর,
জীবনী-লেখার লোক জুটিল সে-মাত্তর।

যখনি পড়িল চোখে চেহারাটা চেক্‌টার
"আমি পিসে" কহে এসে ড্রেন্‌ইন্‌স্‌পেক্‌টার।
গুরু-ট্রেনিঙের এক পিলেওয়ালা ছাত্তর
অযাচিত এল তার কন্যার পাত্তর॥

৭৯ চিন্তাহরণ দালালের বাড়ি
গিয়ে
এক্‌শোটাকার একখানি নোট
দিয়ে
তিনখানা নোট আনে সে
দশ টাকার।

কাগজ-গণ্‌তি মুনফা যতই
বাড়ে
টাকার গণ্‌তি লক্ষ্মী ততই
ছাড়ে,
কিছুতে বুঝিতে পারে না
দোষটা কার॥
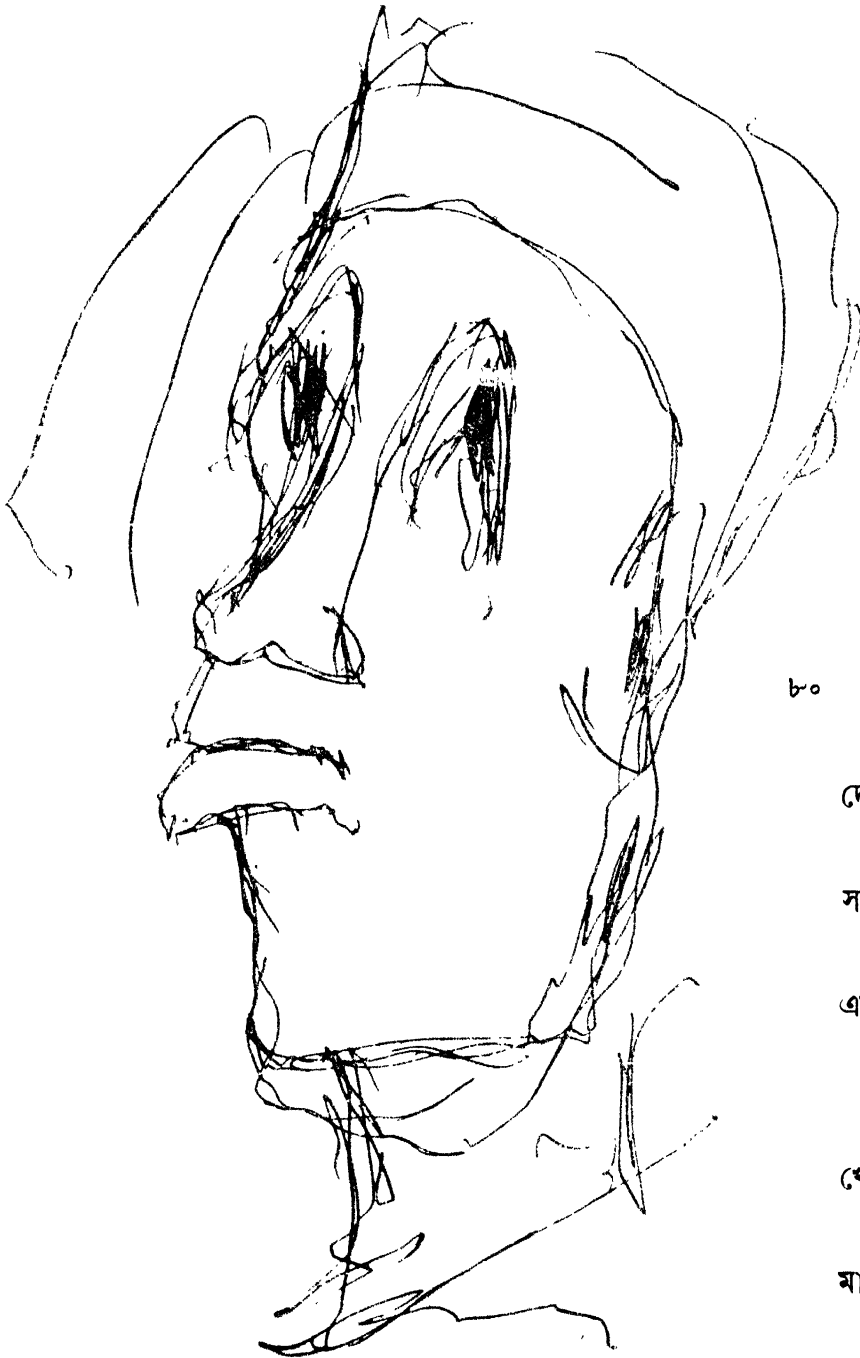
৮০ জিরাফের বাবা বলে,—
"খোকা তোর দেহ
দেখে দেখে মনে মোর
কমে যায় স্নেহ।
সামনে বিষম উঁচু
পিছনেতে খাটো
এমন দেহটা নিয়ে
কী ক'রে যে হাঁটো।"

খোকা বলে,—"আপনার
পানে তুমি চেহো,
মা যে কেন ভালোবাসে,
বোঝে না তা কেহ॥"
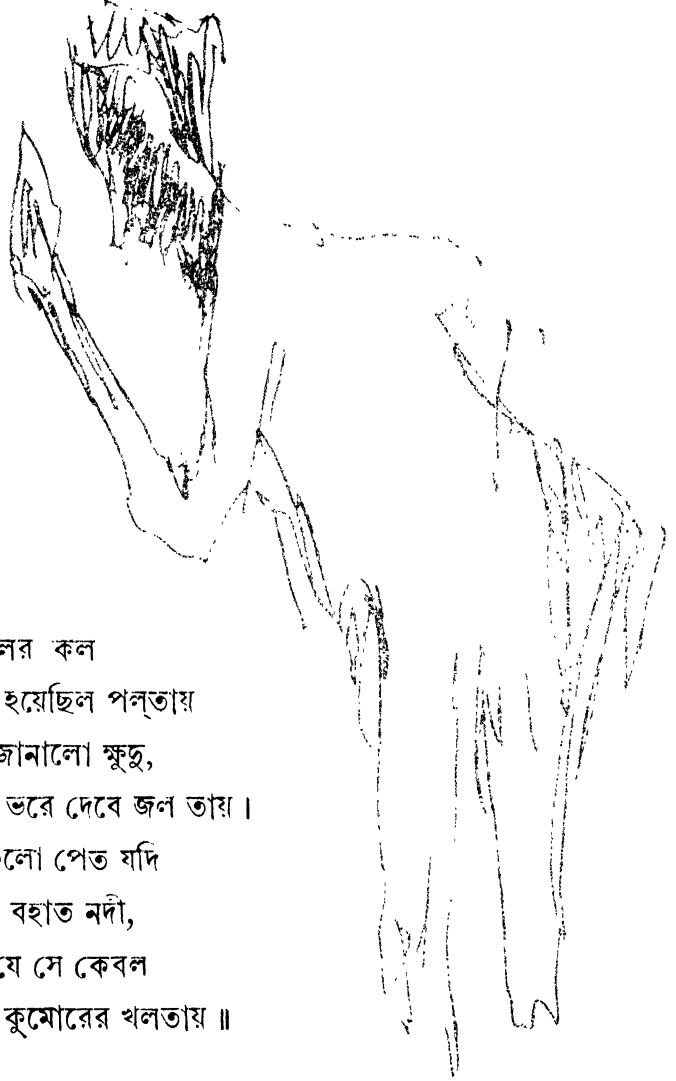
৮১ যখন জলের কল
হয়েছিল পল্‌তায়
সাহেবে জানালো ক্ষুদু,
ভরে দেবে জল তায়।
ঘড়াগুলো পেত যদি
সহরে বহাত নদী,
পারেনি যে সে কেবল
কুমোরের খলতায়॥
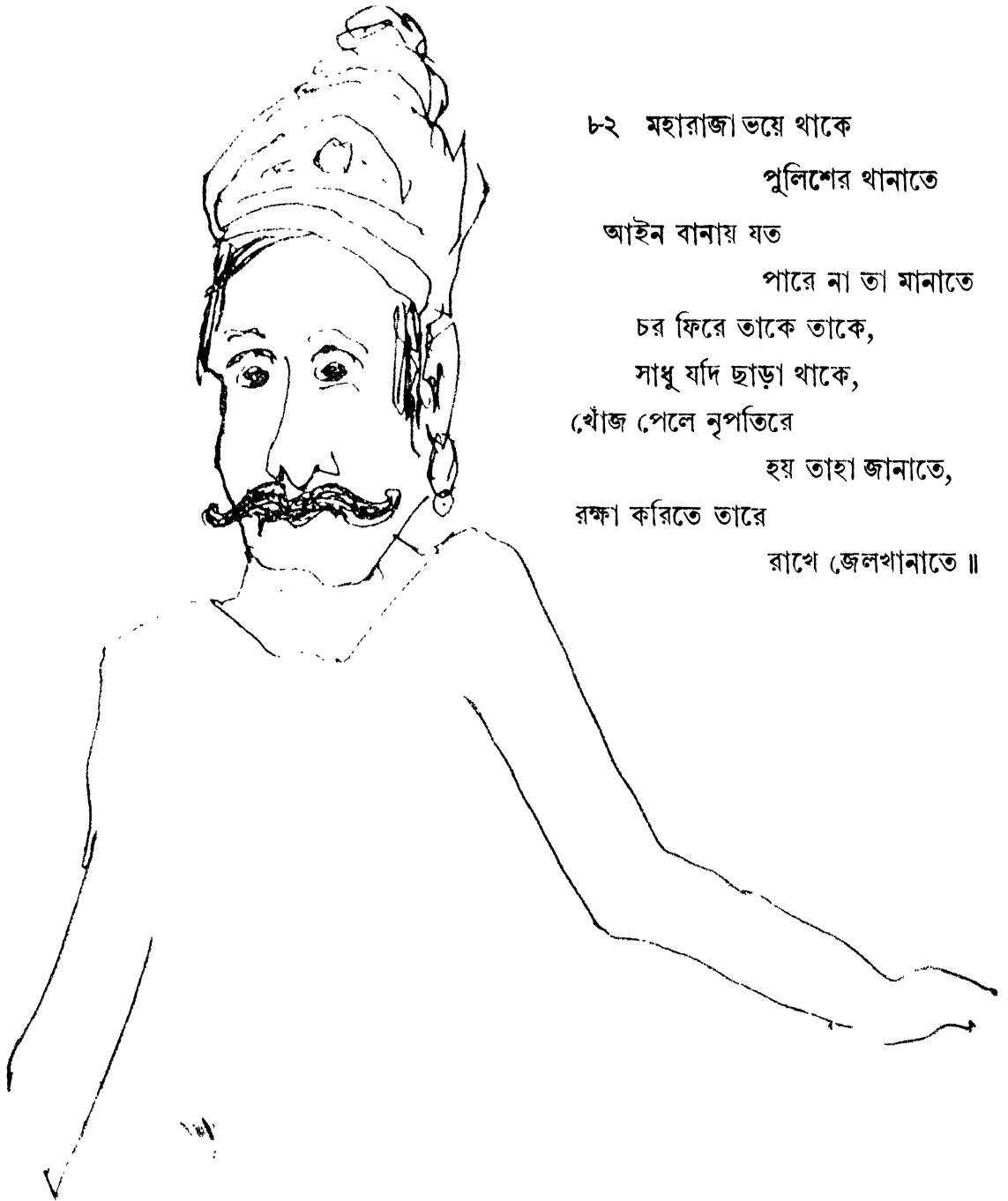
৮২ মহারাজা ভয়ে থাকে
পুলিশের থানাতে
আইন বানায় যত
পারে না তা মানাতে
চর ফিরে তাকে তাকে,
সাধু যদি ছাড়া থাকে,
খোঁজ পেলে নৃপতিরে
হয় তাহা জানাতে,
রক্ষা করিতে তারে
রাখে জেলখানাতে ॥

৮৩ বাংলা দেশের মানুষ হয়ে
ছুটিতে ধাও চিতোরে,
কাঁচড়াপাড়ার জল-হাওয়াটা
লাগল এতই তিতো রে ?

মরিস ভয়ে ঘরের প্রিয়ার,
পালাস্ ভয়ে ম্যালেরিয়ার,
হায়রে ভীরু, রাজপুতানার
ভূত পেয়েছে কী তোরে ?
লড়াই ভালোবাসিস,—সে তো
আছেই ঘরের ভিতরে ॥

৮৪ ডাকাতের সাড়া পেয়ে
তাড়াতাড়ি ইজেরে
চোক ঢেকে মুখ ঢেকে
ঢাকা দিল নিজেরে।

পেটে ছুরি লাগাল কি,
প্রাণ তার ভাগাল কি,
দেখতে পেল না কালু
হোলো তার কী যে রে!

৮৫ গণিতে রেলেটিভিটি প্রমাণের ভাবনায়
দিনরাত একা ব'সে কাটালো সে পাবনায়,—
নাম তার চুনিলাল, ডাক নাম ঝোড়্‌কে।
১ গুলো সবই ১ সাদা আর কালো কি,
গণিতের গণনায় এ মতটা ভালো কি ?
অবশেষে সাম্যের সামলাবে তোড় কে ?

একের বহর কভু বেশি কভু কম হবে,
একরীতি হিসাবের তবুও কি সম্ভবে ?
৭ যদি বাঁশ হয়, ৩ হয় খড়্‌কে,
তবু শুধু ১০ দিয়ে জুড়বে সে জোড় কে ?

যোগ যদি করা যায় হিড়িম্বা কুন্তীতে,
সে কি ২ হোতে পারে গণিতের গুণ্‌তিতে ?
যতই না কষে নাও মোচা আর থোড়কে
তার গুণ-ফল নিয়ে আঁক যাবে ভোড়্‌কে ॥

৮৬ তম্বুরা কাঁধে নিয়ে
শর্ম্মা বানেশ্বর
ভেবেছিল তীর্থেই
যাবে সে থানেশ্বর।
হঠাৎ খেয়াল চাপে গাইয়ের কাজ নিতে
বরাবর গেল চলে একদম গাজনিতে,
পাঠানের ভাব দেখে
ভাঙিল গানের স্বর॥
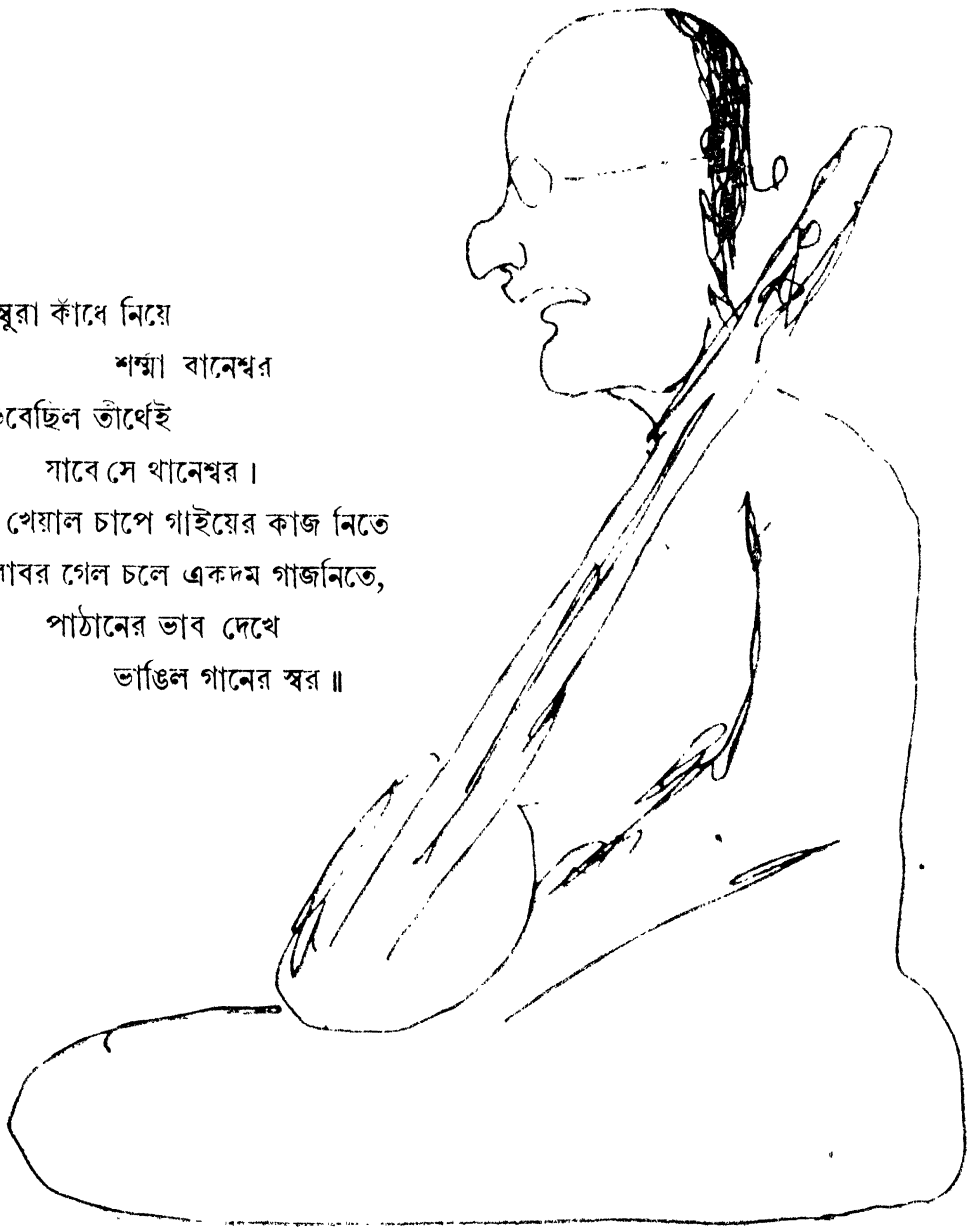
৮৭ নিদ্রা ব্যাপার কেন
হবেই অবাধ্য,
চোখ-চাওয়া ঘুম হোক
মানুষের সাধ্য;
এম-এস্‌-সি বিভাগের ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র
এই নিয়ে সন্ধান করে দিনরাত্র,
বাজায় পাড়ার কানে
নানাবিধ বাদ্য,
চোখ-চাওয়া ঘটে তাহে,
নিদ্রার শ্রাদ্ধ ॥

৮৮ দিন চলে না যে নিলেমে চড়েছে
খাট-টিপাই ;
ব্যবসা ধরেছি গল্পেরে করা
নাট্যি-fy ।

ক্রিটিক মহল করেছি ঠাণ্ডা,
মুর্গি এবং মুর্গি-আণ্ডা
খেয়ে করে শেষ, আমি হাড় দুটি-চারটি পাই,
ভোজন-ওজনে লেখা ক'রে দেয় certify ॥

৮৯ জানো তুমি রাত্তিরে
নাই মোর সাথী আর—
ছোটো বউ জেগে থেকো
হাতে রেখো হাতিয়ার।
যদি করে ডাকাতি,
পারিনে যে তাকাতেই,
আছে এক ভাঙা বেত
আছে ছেঁড়া ছাতি আর।
ভাঙতে চায় না ঘুম
তা না হোলে দুমাদুম
লাগাতেম কিল ঘুষি
চালাতেম লাথি আর॥
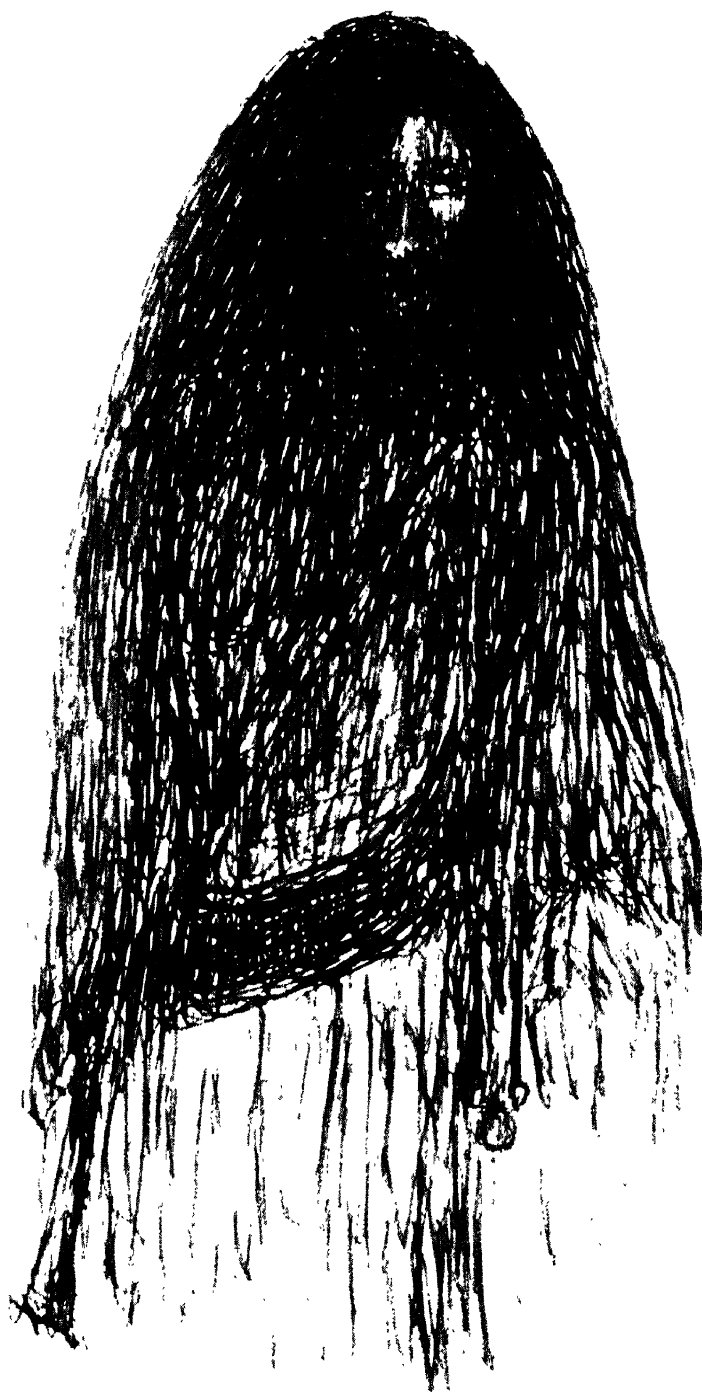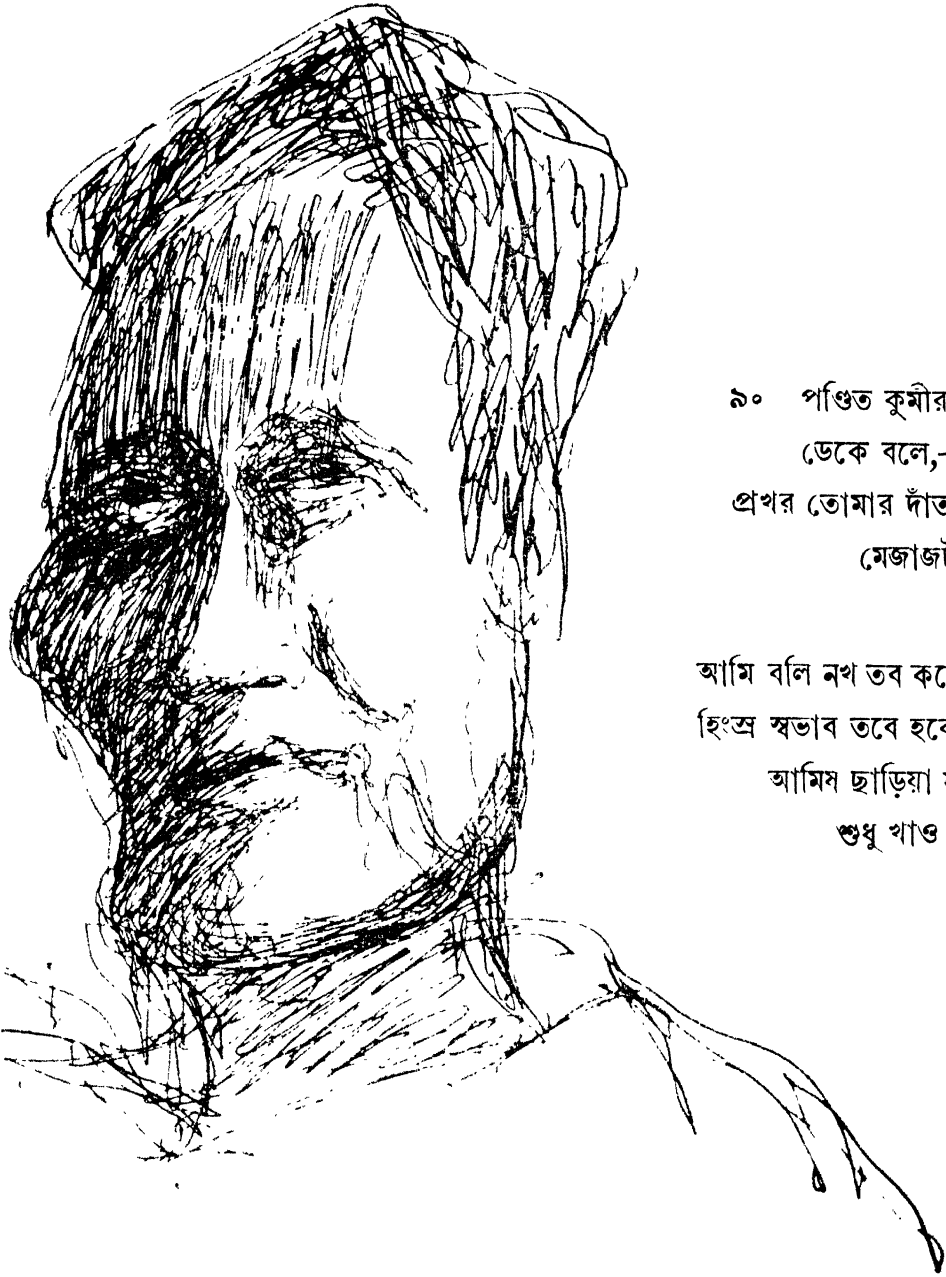
৯০ পণ্ডিত কুমীরকে
ডেকে বলে,—"নক্র,
প্রখর তোমার দাঁত,
মেজাজটা বক্র।

আমি বলি নখ তব করো তুমি কর্ত্তন,
হিংস্র স্বভাব তবে হবে পরিবর্ত্তন
আমিষ ছাড়িয়া যদি
শুধু খাও তক্র॥"

৯১ শ্বশুর বাড়ির গ্রাম নাম তার কুল-কাঁটা।
যেতে হবে উপেনের চাই তাই চুল-ছাঁটা।
নাপিত বললে, "কাঁচি
খুঁজে যদি পাই বাঁচি,
ক্ষুর আছে, একেবারে করে দেব মূল ছাঁটা।
জেনো বাবু, তাহোলেই বেঁচে যায় ভুল-ছাঁটা॥"

৯২ খড়দয়ে যেতে যদি সোজা এসো খুলনা
যত কেন রাগ করো, কে বলে তা ভুল্ না।

মালা গাঁথা পণ ক'রে আনো যদি আমড়া,
রাগ ক'রে বেত মেরে ফাটাও না চামড়া,
তবুও বলতে হবে—ও জিনিষ ফুল না।
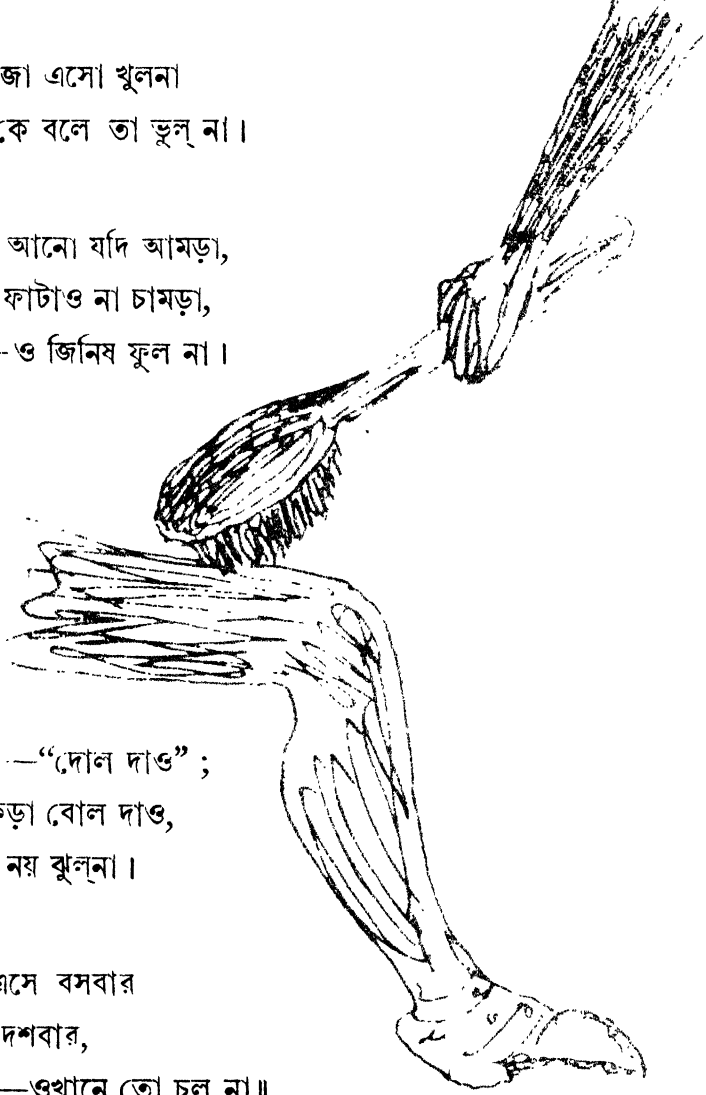
বেঞ্চিতে বসে তুমি বলো যদি—"দোল দাও";
চ'টে ম'টে শেষে যদি কড়াকড়া বোল দাও,
পষ্ট বুঝিয়ে দেব, ওটা নয় ঝুল্‌না।

যদি বা মাথার গোলে ঘরে এসে বসবার
হাঁটুতে বুরুষ করো একমনে দশবার,
কী করি, বলতে হবে,—ওখানে তো চুল না॥

৯৩ নীলুবাবু বলে, "শোনো
নেয়ামৎ দর্জ্জি,
পুরোনো ফ্যাশানটাতে
নয় মোর মর্জ্জি।"

শুনে' নিয়ামত মিঞা যতনে পাঁচিশটে
সম্মুখে ছিদ্র, বোতাম দিল পৃষ্ঠে।
লাফ দিয়ে বলে নীলু, "এ কী আশ্চর্য্যি!"
ঘরের গৃহিণী কয়, "রয় না তো ধর্য্যি॥"
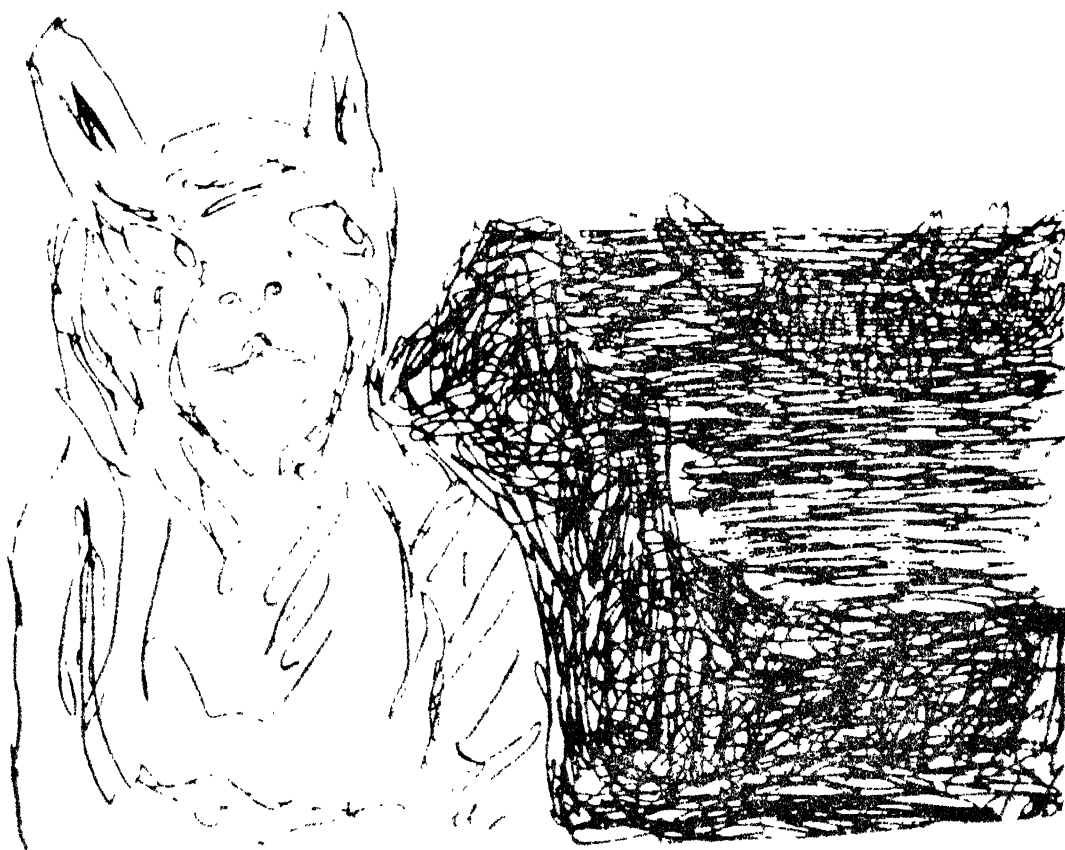
৯৪ বিড়ালে মাছেতে হোলো সখ্য।
বিড়াল কহিল, "ভাই ভক্ষ্য,
বিধাতা স্বয়ং জেনো সর্ব্বদা কন তোরে,—
'ঢোকো গিয়ে বন্ধুর রসময় অন্তরে,
সেখানে নিজেরে তুমি সযতনে রক্ষো।'
ঐ দেখো পুকুরের ধারে আছে ঢালু ডাঙা,
ঐখানে সয়তান বসে থাকে মাছরাঙা,
কেন মিছে হবে ওর চঞ্চুর লক্ষ্য!"
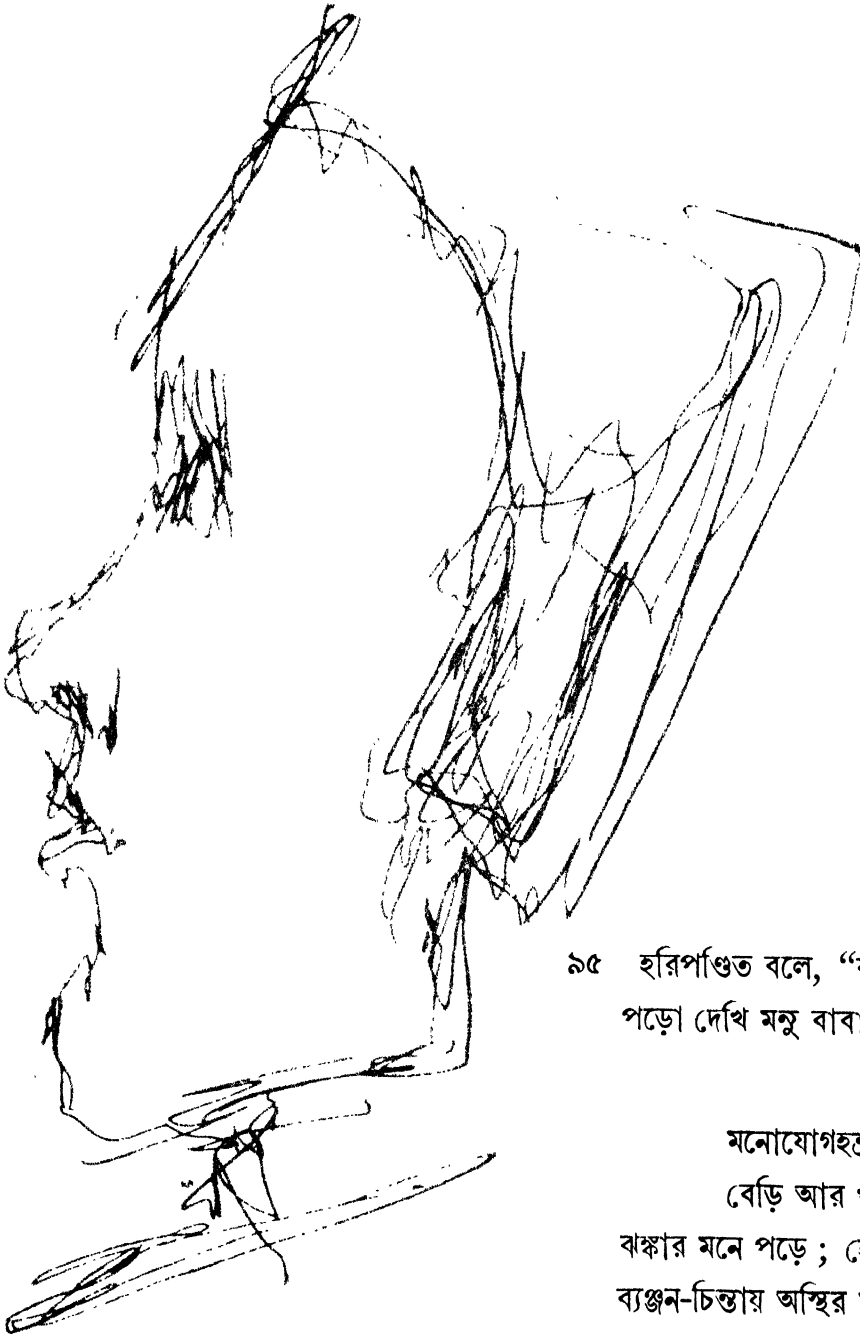
৯৫ হরিপণ্ডিত বলে, "ব্যঞ্জন সন্ধি এ,
পড়ো দেখি মনু বাবা একটুকু মন দিয়ে।"

মনোযোগহন্ত্রীর
বেড়ি আর খন্তির
ঝঙ্কার মনে পড়ে ; হেঁসেলের পন্থার
ব্যঞ্জন-চিন্তায় অস্থির মন তার।
থেকে থেকে জল পড়ে চক্ষুর কোণ দিয়ে॥

৯৬ ঝিনেদার জ্ঞানদার
ছেলেটার জন্যে
ত্রিচিনাপল্লী গিয়ে
খুঁজে পেল কন্যে।

সহরেতে সব সেরা
ছিল যেই বিবেচক
দেখে দেখে বললে সে,—
"কিবে নাক কিবে চোখ;
চুলের ডগার খুঁৎ,
বুঝবে না অন্যে॥"

কন্যেকর্ত্তা শুনে'
ঘটকের কানে কয়,—
"ওটুকু ত্রুটির তরে
করিস্‌নে কোনো ভয়;
ক'খানা মেয়েকে বেছে
আরো তিনজন নে,
তাতেও না ভরে যদি
ভরি কয় পণ নে॥"

৯৭ খুদিরাম ক'সে টান
দিল থেলো হুঁকোতে,—
গেল সারবান কিছু
অন্তরে ঢুকোতে।
অবশেষে হাঁড়িশেষ করি' রসগোল্লার
রোদে ব'সে খুদুবাবু গান ধরে মোল্লার;
বলে,—"এতখানি রস
দেহ থেকে চুকোতে
হবে তাকে ধোঁয়া দিয়ে
সাতদিন শুকোতে॥"
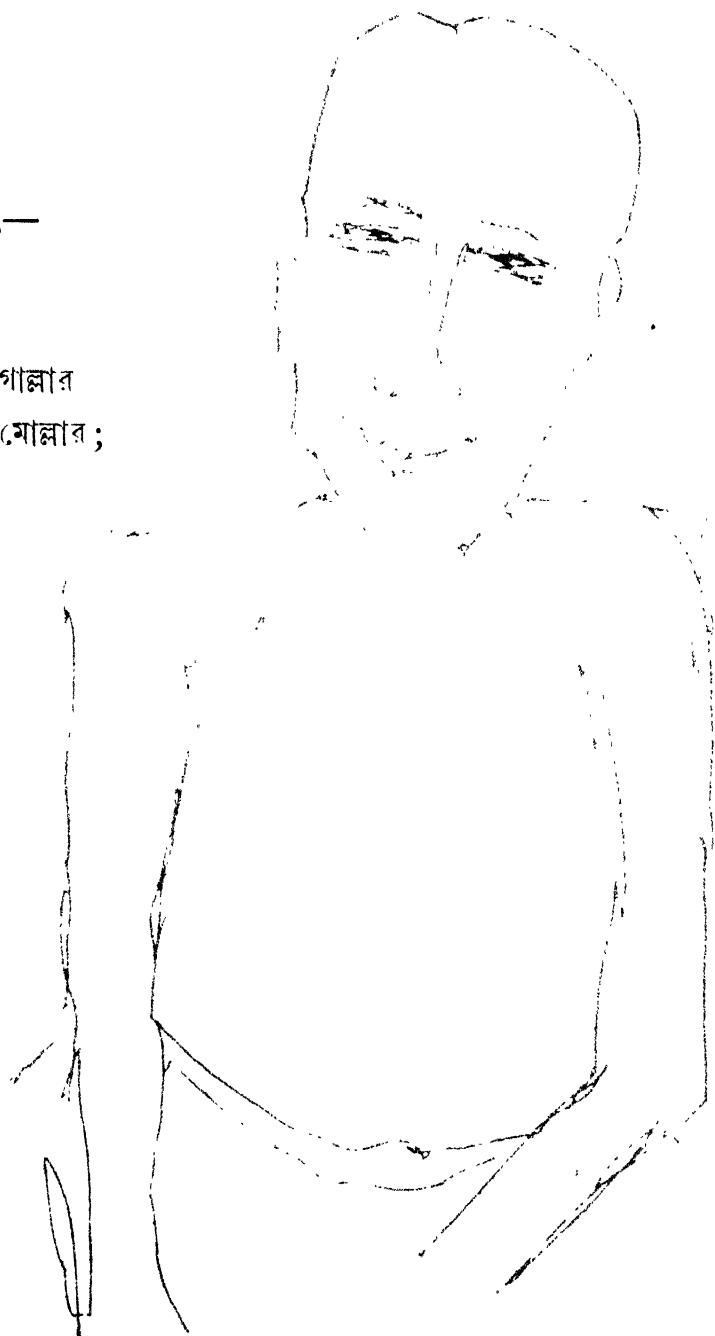
৯৮ প্রাইমারি ইস্কুলে
প্রায়-মারা পণ্ডিত
সব কাজ ফেলে রেখে
ছেলে করে দণ্ডিত।
নাকে খৎ দিয়ে দিয়ে
ক্ষয়ে গেল যত নাক,
কথা-শোনবার পথ
টেনে টেনে করে ফাঁক ;
ক্লাসে যত কান ছিল
সব হোলো খণ্ডিত,
বেঞ্চি-টেঞ্চিগুলো
লণ্ডিত ভণ্ডিত ॥

৯৯ জন্মকালেই ওর লিখে দিল কুষ্ঠি,
ভালো মানুষের 'পরে চালাবে ও মুষ্টি ।

যতই প্রমাণ পায় বাবা বলে "মোদ্দা,—
কভু জন্মেনি ঘরে এত বড়ো যোদ্ধা" ;
"বেঁচে থাকলেই বাঁচি"—বলে ঘোসগুষ্টি,
এত গাল খায় তবু এত পরিপুষ্টি ॥
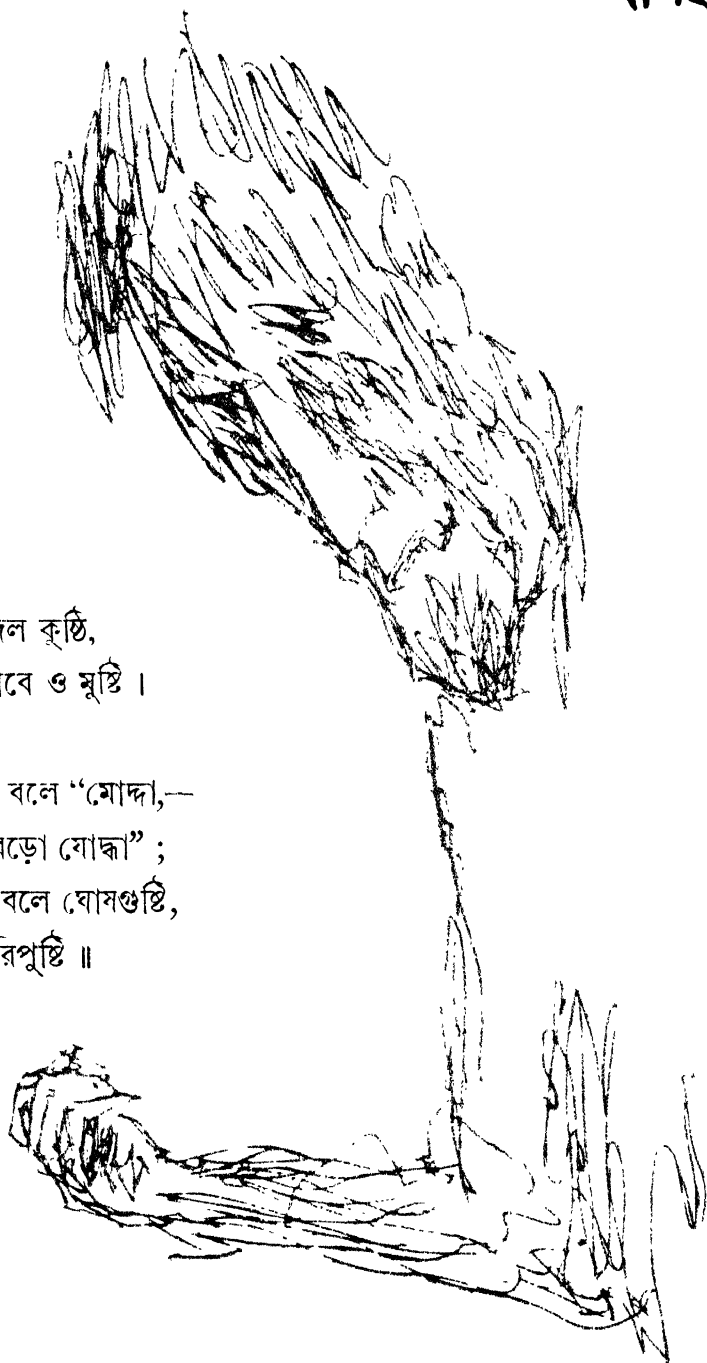
১০০ টাকা সিকি আধুলিতে
ছিল তার হাত জোড়া ;
সে-সাহসে কিনেছিল
পানতোয়া সাত ঝোড়া।

ফুঁকে দিয়ে কড়াকড়ি
শেষে হেসে গড়াগড়ি ;
ফেলে দিতে হোলো সব,—
আলুভাতে পাত জোড়া ॥

১০১ বেলা আটটার কমে
খোলে না তো চোখ সে।
সামলাতে পারে না যে
নিদ্রার ঝোঁক সে।
জরিমানা হোলে বলে,
"এসেছি যে মা ফেলে,
আমার চলে না দিন
মাইনেটা না পেলে।
তোমার চলবে কাজ
যে ক'রেই হোক্ সে,
আমারে অচল করে
মাইনের শোক সে॥"
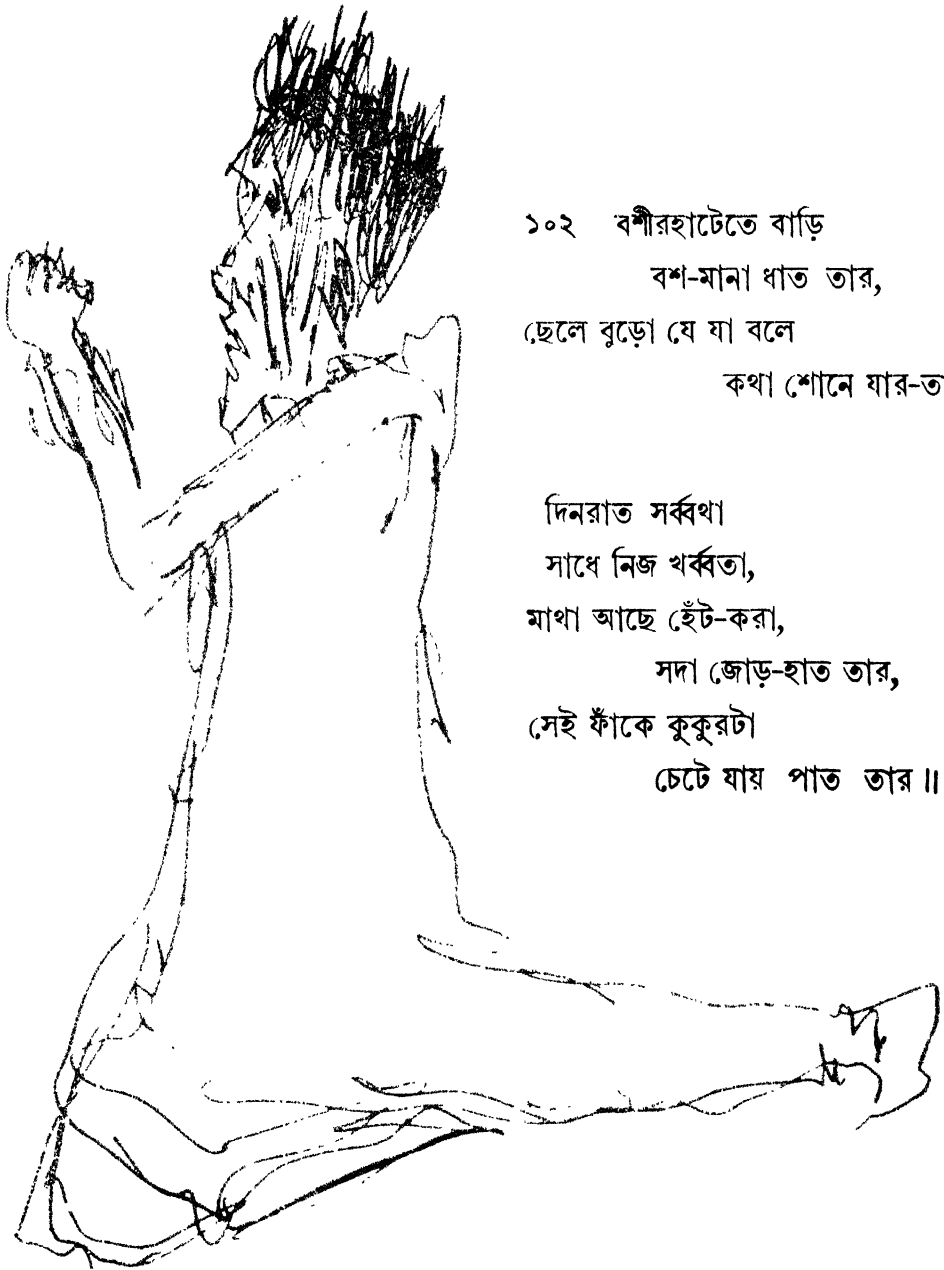
১০২ বশীরহাটেতে বাড়ি
বশ-মানা ধাত তার,
ছেলে বুড়ো যে যা বলে
কথা শোনে যার-তার

দিনরাত সর্ব্বথা
সাধে নিজ খর্ব্বতা,
মাথা আছে হেঁট-করা,
সদা জোড়-হাত তার,
সেই ফাঁকে কুকুরটা
চেটে যায় পাত তার ॥

১০৩ নাম তার চিনুলাল
হরিরাম মোতিভয়,
কিছুতে ঠকায় কেউ
এই তার অতি ভয়।
সাতানব্বই থেকে
তেরোদিন ব'কে ব'কে
বারোতে নামিয়ে এনে
তবু ভাবে, গেল ঠ'কে।
মনে মনে আঁক কষে,
পদে পদে ক্ষতি-ভয়।
কষ্টে কেরাণী তার
টিঁকে আছে কতিপয়॥

১০৪ হাজারিবাগের ঝোপে হাজারটা হাই
তুলেছিল হাজারটা বাঘে,
ময়মনসিংহের মাসতুত ভাই
গর্জ্জি' উঠিল তাই রাগে।
খেঁকশেয়ালের দল শেয়ালদহর
হাঁচি শুনে' হেসে মরে অষ্টপ্রহর,
হাতিবাগানের হাতি ছাড়িয়া সহর
ভাগলপুরের দিকে ভাগে,
গিরিডির গিরগিটি মস্ত বহর
পথ দেখাইয়া চলে আগে।
মহিসুরে মহিষটা খায় অড়হর,—
খামকাই তেড়ে গিয়ে লাগে॥

১০৫ স্বপ্ন হঠাৎ উঠল রাতে
প্রাণ পেয়ে,
মৌন হতে
ত্রাণ পেয়ে।
ইন্দ্রলোকের পাগ্‌লাগারদ
খুলল তারি দ্বার,
পাগল ভুবন দুর্দ্দাড়িয়া
ছুটল চারিধার,—
দারুণ ভয়ে মানুষগুলোর
চক্ষে বারিধার;

বাঁচল আপন স্বপন হতে
খাটের তলায় স্থান পেয়ে॥